Contents

নবম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

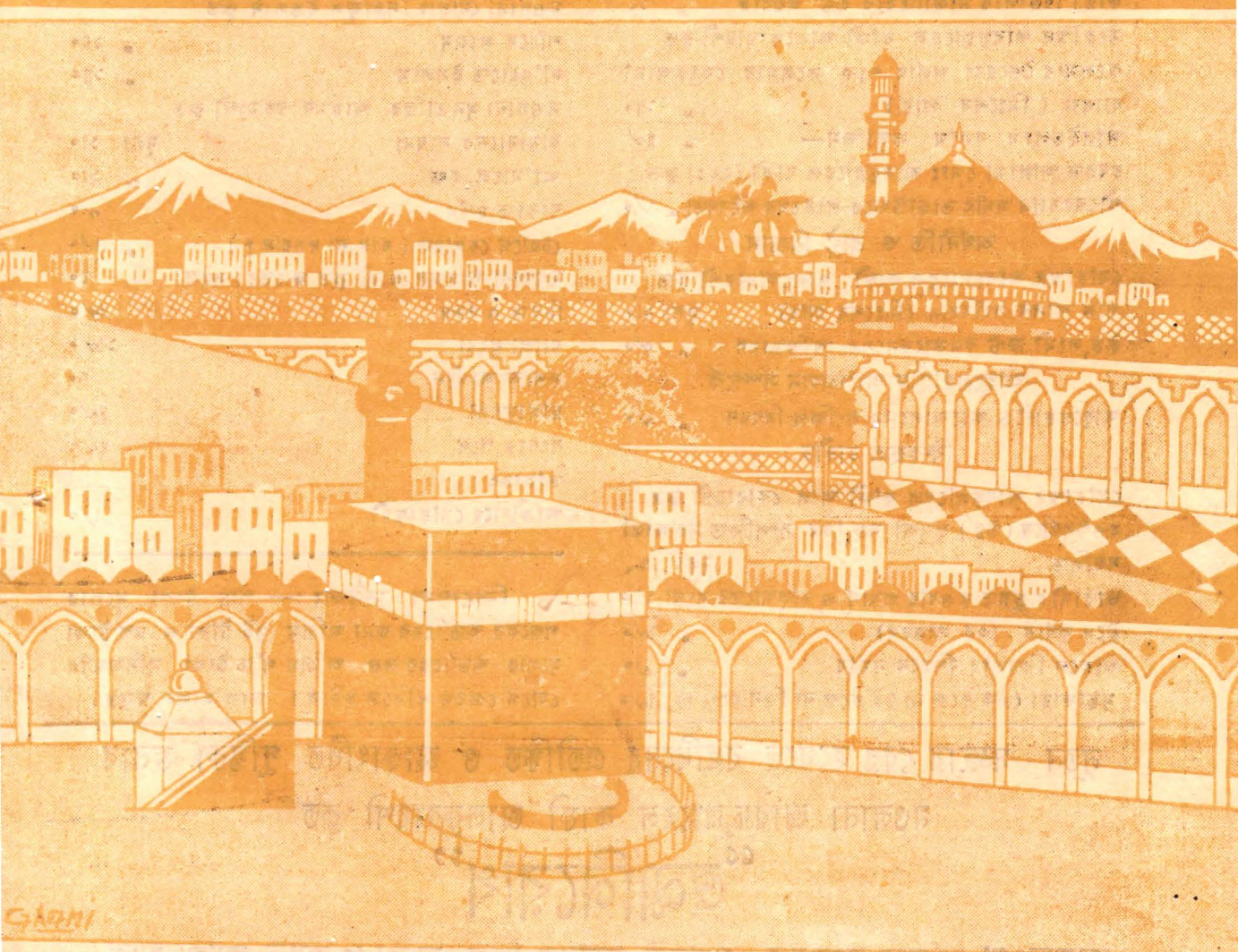

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই
সংখ্যার মূল্য
।।৹

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬।।৹

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম গ্রন্থরাজির অপূর্ব সমাবেশ

আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ে

হযরত আল্লামা ইছ্মাঈল শহীদ (রহঃ) কৃত
উর্দু তক্‌বিয়াতুল ঈমানের বাঙলা অনুবাদ মূল্য ১॥•
হয্‌রত আল্লামা কাখির ইলাহাবাদী (রহঃ) কৃত
ফার্ছী রিছালায় নাজাতিয়ার উর্দু অনুবাদ „ ১৲
মাহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
কলেমায় তৈয়েবা অর্থাৎ পাক কলেমার কোরআনী
ব্যাখ্যা (নিঃশেষ প্রায়) „ ১॥•
আলইছলাম বনাম কম্যুনিজম— „ ॥৵
হযরত আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল বাকী (রহঃ) কৃত
পীরের ধ্যান অর্থাৎ তাছাউয়ারে-শাইখের অবৈধতা „ ।/•

অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
পাক শাসন সংবিধান (নিঃশেষ প্রায়) মূল্য ২।•
ইছ্‌লামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভিভাষণ „ ৵•

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ „ ৵•

ফিক্‌হুল হাদীছ

মোহাম্মদ আবদুলাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
যওউল্‌লামে (উর্দু) জুম্‌আ মছ্‌জিদ সম্পর্কিত মছআলা
সম্বলিত মূল্য ১৲
তারাবীর ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও রাক্‌আতের সংখ্যা ১॥•
ঈদে কুর্বান (৩য় সংস্করণ) „ ।৶•
আহলে কিবলার-পিছনে নমায „ ৶•
মুছাফাহা (এক হস্তে না দুই হস্তে না তিন হস্তে ?) „ ।৶•

রামাযানের কৃচ্ছ্রসাধনা „ ।৶•
নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী „ ।৶•

ফিক্‌হ ও মাছায়েল

নমায শিক্ষা (উর্দু রিছালার অনুবাদ) „ ॥৶•
মওলানা মোহাঃ সিরাজুল ইছলাম কৃত
শহিদে আজম „ ১॥•
দা'ওয়াতে ইসলাম „ ১॥•
মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী কৃত
রামাযানের সাধনা মূল্য ১।•
আ'মালে হজ্জ „ ১।•
যাকাত দর্পন ৶•
চেরাগে হেদায়ত (যাদ না দহেয়াদ ?) „ ।/•
মওলানা আহমদ আলী কৃত ফাতেহা সমস্যা ।•
নিয়ত ও দরুদ ।৶•
বাংলা খুৎবা ১।৶•
সশব্দে আমীন ॥•
ছালাতুন্নবী ॥৶•
সংসার পথে ॥৶•
তাহারৎ
আকীদায়ে মোহাম্মদী ।/•

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তকের অর্ডারের জন্য অগ্রিম দুই টাকা ও দশ টাকা মূল্যের অর্ডারের জন্য অগ্রিম পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

নূতন সজ্জায় বের হয়েছে বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাংখিত পুস্তিকা জনাব

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী কৃত

"জন্মনিরোধ"

অল্পসংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে এখনই অর্ডার দিন, মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

ম্যানেজার, আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২

TOLET

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ— পঞ্চম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কুরবানীর যুগান্তকারী আদর্শ	২০১
২। ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা	২০৫
৩। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	২০৯
৪। ইস্‌লাম সমন্বয় নহে	২১৭
৫। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	২২১
৬। ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	২২৬

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা--২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	মে-জুন ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, যিলহজ্জ ১৩৭৯ হিঃ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ বংগাব্দ	পঞ্চম সংখ্যা

প্রকাশ মহল—৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

কুরবানীর যুগান্তকারী আদর্শ

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু,
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

(১)

আজ হ'তে অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বিশ্ব-কেন্দ্র মক্কা নগরীর মীণা প্রান্তরে যুলহিজ্জা মাসে ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে যুগান্তকারী আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল সেই আদর্শের বার্তা বহন করে প্রতিবৎসরই বিশ্ব মুসলিমের দুয়ারে উপস্থিত হয় ১০ম যুল্‌হিজ্জাহ্—ঈদে কুরবান।

অশীতিপর বৃদ্ধ ইব্রাহীম জীবনের প্রারম্ভ হ'তে পরীক্ষার পর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে চলেছেন। ভূমিষ্ঠ হয়েই চক্ষু উন্মীলিত করতেই তিনি দেখ্‌তে পেলেন স্বয়ং পিতা পুরোহিত প্রবর আযর নিজ হস্তে মূর্তি নির্মাণ করে বেচাকেনা করছেন আর উহার পূজা অর্চনায় লিপ্ত রয়েছেন। এ আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করে মহিমান্বিত ইব্রাহীম ব্যথিত হয়ে পড়লেন—যে মানুষকে বিশ্ব প্রভু ফেরেশ্‌তার চাইতে অধিক সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশ্‌তারা যাকে সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল—সেই মানবসন্তান নিজের হাতে তৈরী করা মূর্তির পূজা করে তৃপ্তি লাভ করছে। প্রতিবাদ না করে ইব্রাহীম তিষ্টিতে পারলেননা। কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করে তৌহীদের দাবী উত্থাপন করলেন। এই অপরাধে তাঁকে কলডিয়া-সম্রাট নিমরূদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হল কিন্তু যাঁর পবিত্র নাম নিয়ে তিনি উত্থান করেছিলেন তিনি এটা বরদাশ্‌ত করলেন না—করতে পারলেননা। নির্দেশ দিয়ে বল্লেন, সাবধান হে قلنا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم - আগুন! ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও শান্তিদায়ক বস্তুতে পরিণত হয়ে যাও। —আলআম্বিয়া ৬৯ আয়ত।

ইব্রাহীম নিবৃত্ত হলেন না। আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রচার করতে অধিকতর মনোনিবেশ করলেন। নিমরূদের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, ইব্রাহীমকে দেশান্তরিত না করলে উপায় নেই। ইব্রাহীম দেশান্তরিত হলেন। পথিমধ্যে আবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। মিসরের দুশ্চরিত্র রাজা তাঁর সতিসাধ্বী সহধর্মিণী সারা বিবিকে অপহরণ করতে চেষ্টা করল কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইব্রাহীম জয়ী হলেন আর মিসর সম্রাট ব্যর্থকাম হয়ে স্বীয় দোহিতা জননী হাজেরা বিবিকে ইব্রাহীমের খিদমতে সমর্পণ করলেন। সম্রাট নন্দিনী বিবি হাজেরার গর্ভে ৮৬ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ইব্রাহীমের নয়নমণি জ্যৈষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে তাঁরই বংশে ভূমিষ্ট হলেন মানব মুকুট নবীসম্রাট বিশ্বচরাচরের ত্রাণকর্তা আখেরী নবী আহমদ মুজ্‌তবা মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা।

আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহু! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! ওয়া লিল্লাহিল হামদ!

(২)

ইব্রাহীম খলীলুল্লাহকে আদেশ করা হল যে, সম্রাট-নন্দিনী বিবি হাজিরা ও শিশু ইছমাঈলকে আরবের মরুপ্রান্তরে জনমানব শূন্য স্থানে বনবাস দিতে হবে নাহলে আত্মত্যাগের পূর্ণ বিকাশ হতে পারেনা। যে ইব্রাহীম তাঁর প্রভুর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেছেন, যখন اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين' তার প্রভু তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন, আমি বিশ্বপ্রভুর জন্য আত্মনিবেদন করলাম, (আলবাকারা ১২১ আয়ত।) তারজন্য স্ত্রীপুত্রকে বনবাস প্রদান তারপক্ষে অতিসহজ না হলেও অসম্ভব ছিলনা। তাই ইব্রাহীম ব--বাস দিয়ে তাদের শান্তির জন্য প্রভুর দরবারে আবেদন জানালেন, ইব্রাহীম ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع বললেন, প্রভুহে! عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة মক্কার মরু প্রান্তরে من الناس تهوى اليهم وارز তোমার ঘরের সন্নিকটে قهم من الثمرات لعلهم আমি আমার সন্তানদের يشكرون - কিয়দাংশকে আবাদ করেছি, প্রভুহে,যাতে তারা নমায প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অতএব বিশ্ব-মানবের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূলের দ্বারা আহার্য দান কর যাতে তারা তোমার শোকরগোযার হতে পারে।- সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়ত।

(৩)

ইব্রাহীমের প্রার্থনা অকারণ যায়নি। মরুভূমিতে বালক ইস্‌মাঈল তার জননী হাজিরার সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন আর বৃদ্ধ ইব্রাহীম মধ্যে মধ্যে তাদের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। মক্কার পবিত্র ঘর কা'বা প্রভুর আদেশক্রমে পিতাপুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হল। ধীরে ধীরে বালক ইস্‌মাঈল কৈশোরে পদার্পণ করে অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার নয়নস্নিগ্ধকারী, বার্ধক্যের সম্বল হয়ে উঠলেন তখন ইব্রাহীমের চরম ও শেষ পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত হয়ে পড়ল। এ পরীক্ষা ইব্রাহীমের জীবনব্যাপী সংগঠিত পরীক্ষা সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোরতম পরীক্ষা। বিশ্বমানবের একচ্ছত্র ইমামত ও নেতৃত্বের গৌরবান্বিত আসন লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইব্রাহীমী জীবনে এ পরীক্ষা অপরিহার্য ছিল। তাই ইব্রাহীমকে তার প্রভু আদেশ করলেন, তার নয়নমণি, কলিজার টুকরা বার্ধক্যের সম্বল পিতার একমাত্র উত্তরাধিকরী পুত্র ইস্‌মাঈলকে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য স্বহস্তে কুরবানী দাও। বারংবার স্বপ্নযোগে এ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ইব্রাহীম স্বীয় কিশোর-পুত্র ইস্‌মাঈলের কাছে একথা ব্যক্ত করলেন, "বাছাধন আমি স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর পবিত্র নামে কুরবানী করতে। এতে তোমার মতামত কি?" যেমন পিতা তেমন তার যোগ্য পুত্র। পিতার মুখে বিশ্বপ্রভুর অভিপ্রায় শ্রবণ করা মাত্র দ্বিধাহীন চিত্তে ইস্‌মাঈল যে উত্তর দিয়েছিলেন তাহা পবিত্র কুরআনের অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রলয়কাল পর্যন্ত উজ্জল হয়ে থাকবে। কুরআনের সাক্ষ্য এই যে, ইস্‌মাঈল যখন فلما بلغ معه السعى দোড়াদোড়ি করে পিতার قال يابنى انى ارى فى কার্যে সহায়তা করার المنام انى اذبحك فانظر উপযুক্ত হলেন তখন ماذا ترى قال : يابت পিতা তাকে বললেন, افعل ماتؤمر ستجدنى বাছাধন,দেখ, বিশ্বপ্রভুর ان شاء الله من الصابرين' সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি তোমাকে যবাহ করতে স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি। বল দেখি, এতে তোমার অভিমত কি? ইস্‌মাঈল অম্লান বদনে শীঘ্রই বললেন,

www.ahlehadeethbd.org

আব্বাজান! যেকার্যের জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন নিঃসংকুচে উহা সম্পাদন করুন। ইন্‌শাআল্লাহ কার্যকালে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখ্‌তে পাবেন।—আস্‌সাফ্‌ফাত ১০২ আয়ত।

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ

(৪)

তারপর কি ঘটল? যা ঘটবার তাই ঘটল অর্থাৎ ফেরেশ্‌তারাও যা কল্পনা করতে পারেননি, আকাশ, বসুন্ধরা আর চন্দ্রসূর্যও যা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি, জীব জগত ও জড়জগতের কোন বস্তুই আত্মসমর্পণের এরূপ মহিমাকীর্তন কোন যুগে দেখেওনি আর শোনেওনি। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের বিকাশ সাধন করে প্রভুর প্রীতি অর্জন মানসে অশীতিপর বৃদ্ধ ইব্রাহীম জীবনের একমাত্র সিঞ্চিত ধন ইস্‌মাঈলকে অধঃবদনে ভূলুণ্ঠিত করে তার গলায় তীক্ষ্ণধার ছুরি চালিয়ে দিলেন। পাঠক! কুরআন পাকের ভাষায় সেই করুণ কাহিনী শ্রবণ করুন! আল্লাহ বল্‌ছেন, পিতা-পুত্র যখন আত্মসমর্পণে একমত হয়ে গেল আর পিতা পুত্রকে অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত করে ফেলল, (আর তার গলায় সুতীক্ষ্ণধার ছুরি চালনা করতে লাগল) তখন তাকে আমি ডাক দিলাম হে ইব্রাহীম, ক্ষান্ত হও! তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছ (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ আর পুত্রের গলা কাটতে হবেনা)। বস্তুতঃ আমি সদাশীলদের এরূপই বদলা দিয়ে থাকি। ইহা একটি প্রকাশ্য পরীক্ষামাত্র আমি একটি মহাকুরবানীর পরিবর্তে ইসমাঈলকে ছাড়িয়ে নিলাম আর পরবর্তীদের মধ্যে উহাকে জাতীয় সুন্নতে পরিণত করলাম। ইব্রাহীমের প্রতি ছালাম এভাবেই আমরা সদাচারীদের পরিতোষিক প্রদান করে থাকি।—আস্‌সাফ্‌ফাত ১০৩-১১০ আয়াত।

فلما اسلما وتله للجبين
وناديناه ان يا ابراهيم
قدصدقت الرؤيا انا كذلك
نجزى المحسنين' ان
هذا لهو البلؤ المبين'
وفديناه' بذبح عظيم
وتركنا عليه فى الاخرين
سلام على ابراهيم كذلك
نجزى المحسنين -

আরব মরুভূমির মীণা প্রান্তরে অপূর্ব ত্যাগ ও তিতিক্ষার এ অনুপম ঘটনা সংগঠিত হচ্ছিল। পিতা-পুত্র ছাড়া সেখানে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই বটে কিন্তু ত্রিভুবন স্তব্ধ দৃষ্টিতে এদৃশ্য অবলোকন করছিল; আকাশ মণ্ডলী ও তথায় বিরাজিত ফেরেশ্‌তারা ত্যাগের এহেন মহান আদর্শ লক্ষ্য করে শিহরিত হচ্ছিল; কুরবানীর এ যুগান্তকারী আদর্শ নিরীক্ষণ করে বসুন্ধরা বিস্ময় পুলকে ঘনঘন শিহরিত হচ্ছিল। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ ইব্রাহীমের আন্তরিকতা লক্ষ করলেন আর ইসমাঈলের রক্তের পরিবর্তে পশুর রক্তকেই মনজুর করে নিলেন। আর এ ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শকে চিরস্মরণীয় করার জন্য বিশ্বজোড়া ইব্রাহীমের আধ্যাত্মিক সন্তানগণের মধ্যে কুরবানীর সুন্নতকে অবশ্য-পালনীয় করে দিলেন।

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিলহাম্‌দ

(৫)

রসূলুল্লাহ (দঃ) আরফা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কুরবানীর অপরিহার্যতা ঘোষণা করে বলেছেন, দেখ বিশ্বমানব! প্রতি বৎসর সকল গৃহস্থের পক্ষে কুরবানী ও আতীরা অপরিহার্য

يا ايها الناس ان على كل
بيت فى كل عام اضحية
وعتيرة -

—আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা।

বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মতে আতীরার (রজব মাসে যবাহকৃত পশু) নির্দেশ মনসুখ হলেও কুরবানীর অপরিহার্যতা বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ ইহাও বলেছেন যে, যেব্যক্তি কুরবানী করায় সামর্থবান অথচ কুরবানী করেনা সে আমাদের মাঠেই যেন না আসে। কুরবানীর পশু বলিদানে উদ্বুদ্ধ করে হযরত (দঃ) বলেছেন, কুরবানী দিবসে মানব সন্তানের কোন সৎকার্যই আল্লাহর কাছে পশুর রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রেয়স নয়। কিয়ামত দিবসে কুরবানীর পশুর শিং,

ماعمل ابن آدم من عمل
يوم النحر احب الى الله
من اهراق الدم وانه
لياتى يوم القيامة بقرو
نهاو اشعارها واظلا فها

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض

লোম আর নখসমূহ পর্যন্ত হাযির করা হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই কুরবানীর ছওয়াব আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য হয়ে যায়।—তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

বিশ্বের প্রতি প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘরের যিয়ারত নিবন্ধন লক্ষ লক্ষ মুসলমান হাযির হয়েছেন পবিত্র মক্কানগরীতে আর গতকল্য আরাফাতের ইবাদত অর্চনা সমাপনান্তে আজ মীনা প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে প্রভুর সন্তুষ্টি আর ইবরাহীম সুন্নত পালনার্থে পশুর রক্ত প্রবাহিত করে চলেছেন। শুধু মীনাতেই নয় বরং বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই তৌহীদ মন্ত্রের সাধকগণ বাস করছেন সেখানেই পশু কুরবানী করে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সকলেরই একথা লক্ষ্য করতে হবে যে, ইস্লামের কুরবানীর উদ্দেশ্য শুধু প্রাণী-হত্যা নয়! বরং যে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ আর আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্রিক্ত হয়ে মহামানব ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় নয়নমণি বার্ধক্যের সম্বল প্রাণাধিক কিশোর প্রবর ইসমাঈলের গলায় তীক্ষ্ণধার ছুরি পরিচালনা করেছিলেন, কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি পরিচালনার সময়ে তাঁর কোটী কোটী রূহানী সন্তানদের হৃদয়তন্ত্রী সেই আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের সুরে যদি অনুরণিত হয়ে না উঠে; তাদের দেহ ও মনের পরতে পরতে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণের আকুল আগ্রহে যদি উদ্বেলিত না হয় তাহলে তাদের কুরবানীর এ উৎসব শুধু পশু-হত্যা ও মাংস ভক্ষণের মহড়ায়ই পরিণত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ মুসলিম সমাজকে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন, দেখ, তোমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত আর রক্ত আল্লাহর কাছে

لن ينال الله لحومها ولادمائها ولكن يناله التقوى منكم -

পৌঁছেনা, আল্লাহর কাছে পৌঁছে শুধ্ তোমাদের অন্তরের অনাবিল সাধুতা আর তক্বি।—আলহজ্জ ৩৭ আয়ত।

কুরবানীর পর্ব আসলে মানবের জান মাল, ইয্‌যত ও আব্রু এমন কি স্বয়ং প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান-সন্ততিকেও যদি বিসর্জন দিতে হয়, আল্লাহর নামে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেও যদি আল্লাহর দীনকে রক্ষা করতে হয় তবুও যেন মুসলমান কুণ্ঠিত না হয়—সে সবক দেওয়ার জন্যই আগমন করেছে ঈদে কুরবান। মুসলিম নাম ধারণ করার তাৎপর্য ইহাই এবং এরূপ সর্বত্যাগী না হতে পারলে মুসলিম নাম ধারণ করার সার্থকতা কোথায়? ইসলামের যিনি ছিলেন বাহক, যাঁর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বিকাশ, সেই মানবকুলভূষণ বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফাকে (দঃ) সম্বোধন করে আল্লাহ, বলেছেন, বলুন আপনি হে রসূল! আমার সালাত, আমার কুরবানী আমার জীবন ও মরণ একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর জন্যই তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এরজন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি সর্বপ্রথম মুসলমান।—অলআন্‌আম ১৬৩ আয়ত।

قل ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين لاشريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين -

আজ দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চল্‌ছে, শির্ক ও বিদ্‌আৎ, কুফর ও ইল্‌হাদ, বেদীনী ও নাস্তিক্যবাদ যেভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে তার মুকাবেলা করার জন্য মুসলিম জমাআতকে ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং আত্মসমর্পণের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হবে। পশুর রক্ত প্রবাহিত করে দীন ও মিল্লাতের রক্ষণাবেক্ষণ আর হিফাযতের জন্য সর্বত্যাগী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেই কুরবানীর পশু-বলিদান সার্থক হয়ে উঠবে।

আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহু! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ!

www.ahlehadeethbd.org

ইঁসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা

আক্তার আহমদ রহমানী এম, এ,
রিসার্চ স্কলার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে একটী কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়ার আমরা প্রয়োজন বোধ করছি। তা' হল এই যে, পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে আমরা "আবাদ করা" কথাটীর বহুল ব্যবহার করে এসেছি। "জমি আবাদ করা" অর্থে আমরা সাধারণতঃ মনে করি, "জমি কর্ষণ করা, উহাতে বাগান লাগানো ইত্যাদি।" কিন্তু ইহাই তার সম্পূর্ণ অর্থ নয়। এ ক্ষেত্রে "জমি আবাদ করার" অর্থ সম্বন্ধে আল্লামা মাকদিসী লিখেছেন :—

জমি আবাদ করার অর্থ এই যে, উহাকে ইপ্সিত উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

احياء كل واحدة من ذالك بتهيتها للانتفاع الذى اريدت له ،

অর্থাৎ শুধু মাত্র জমি কর্ষণ বা বাগান লাগানোকেই "জমি আবাদ করা" বলা হয়না। বরং জমির উপরে ঘর নির্মাণ করতঃ বা গরু ছাগল ইত্যাদি রাখার উদ্দেশ্যে উহাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলাকেও "আবাদ করা" বলা হয়। আল্লামা মাকদিসী এ সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি জিনিষের উল্লেখ করেছেন। আমরা নিম্নে তা হুবহু নকল করে দিচ্ছি। তাতে করে উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে বলে আশা করি। তিনি লিখেছেন :—

ঘর আবাদ করার অর্থ হল এই যে, দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে উহার দেওয়ালগুলি নির্মাণ করতঃ উহার উপরে ছাদ ঢালাই করে দেওয়া। কারণ ছাদ ঢালাই না করা পর্যন্ত ঘর বসবাসের উপযোগী হয় না। পক্ষান্তরে "হাযিরা" (enclosure) আবাদ করার অর্থ হল এই যে, দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট প্লটের চতুর্দিকে দেয়াল নির্মাণ করা। এ ক্ষেত্রে ছাদ দেওয়ার কোনই শর্ত নেই—enclosure টি চতুষ্পদ জন্তু রাখার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হোক বা জালানী কাষ্ঠ রাখার গুদামরূপে ব্যবহার করা হোক।

فاما الدار فبان يبنى حيطانها مما جرت به العادة وتسقيفها لانها لاتكون سكنى الا بذالك واما الحظيرة فاحياءها بحائط جرت به عادة مثلها ليس من شرطها التسقيف لان العادة ذالك من غير تسقيف سواء اراد حظيرة المواشى اوللخشب

ফলকথা এই যে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটাকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার নামই হল উহাকে "আবাদ করা"। কেহ যদি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটাকে শস্যক্ষেত্রে-পরিণত করতে চায় তবে উহাকে কর্ষণ করা, উহাতে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি হল উহাকে আবাদ করার নামান্তর। আল্লামা মাকদিসী লিখেছেন যে, শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে আবাদ করার নিয়ম হল এই যে :—

কোন নদী কিংবা কূয়া হ'তে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দিকে পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা ভূখণ্ডটা যদি অত্যধিক পাথুরে হওয়ার কারণে আবাদের উপযোগী না হয়, যেমন হেজায প্রদেশের জমিনগুলি—তা' হলে তার আবাদ করার অর্থ হবে এই যে, উক্ত ভূখণ্ড হতে পাথরের কুচিগুলি অপসারিত করতঃ উহাকে পরিষ্কার করে আবাদের উপযোগী করে তোলা। আর যদি উক্ত ভূখণ্ডে ঝাড় জঙ্গল কিংবা গাছ পালা থেকে থাকে তবে উহাকে আবাদ করার অর্থ হল এই যে, উহা হতে গাছগুলি শিকড়সহ ছিঁড়া ফেলা যাহারথু

ان يسوق اليها ماء من نهر اوبئر وان كانت مما لايمكن زرعها لكثرة احجارها كارض الحجاز فبان يقلع احجارها وينقيها حتى يصلح للزرع وان كانت غياضا او اشجارا كارض الشعرى فبان يقلع اشجارها ويزيل عروقها التى تمنع الزرع ۔

www.ahlehadeethbd.org

ফলে উহাতে চাষাবাদের আর কোন অসুবিধা না থাকে।

ইস্‌লামী হুকুমতের অধীনস্থ কোন নাগরিক কোন মৃত বা অনাবাদ জমি—গভর্ণমেন্টের sanction নিয়েই হোক কিংবা না নিয়েই হোক—আবাদ করার পর উহার মালিক হয়ে যায়। কোন হুকুমতেরই উক্ত জমি তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার নাই। কাযী আবুইউছুফ বলেছেন :—পরবর্তী কোন খলিফার পক্ষেই উক্ত জমি উহার আবাদকারী মালিক, উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক কিংবা খরিদসূত্রে মালিক—কারও নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়া বৈধ নয়।

فلا يحل لمن ياتى من بعدهم من الخلفاء ان يرد ذالك ولا يخرجه من يدى من هو فى يده وارثا اومشتريا -

যদি কোন খলিফা বা হুকুমত এরূপ করে থাকে তা হলে তাকে শরিয়তের ভাষায় "গাছেব" বলা হবে। কাযী সাহেব বলেছেন :—

হুকুমতের কর্ণধারগণের (যেমন সুবাদার বা গবর্ণর) একজনের হাত হতে জায়গীর ছিনিয়ে নিয়ে আর একজনকে উহার মালিক বানিয়ে দেওয়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তার উদাহরণ ঠিক এমনি যেমন একজন লোক অন্যায়ভাবে কাহারও হক ছিনিয়ে নিয়ে আর একজনকে দেয়।

فاما ما اخذ الولاة من يد واحد ارضا واقطعها اخر فهذه بمنزلة الغاصب غصب واحدا واعطى اخر

অন্যস্থানে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন :—আর যে ব্যক্তি একজনের জায়গীর ছিনিয়ে অন্য একজনকে দেয় তার উদাহরণ সেই অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুর ন্যায় যা এক ব্যক্তির নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে আর এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে।

فاما من اخذ من واحد واقطع اخر فهذا بمنزلة مال غصبه واحد من واحد واعطى واحدا

উপরের আলোচনা হতে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় মৃত বা অনাবাদ জমি চিরকালের জন্য আবাদকারীর অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। অতএব মালিক ইচ্ছা করলে উহাকে নিজেই আবাদ করতে পারে অথবা বর্গা দিয়ে আবাদ করাতে পারে অথবা বিক্রিও করতে পারে। কাযী আবু ইউছুফ সাহেব বলেছেন :—

যে ব্যক্তি মৃত বা অনাবাদ জমি আবাদ করবে এবং উহাকে আবাদ করতে থাকবে (অর্থাৎ একবার আবাদ করার পর উহাকে ফেলে রেখে পতিত জমিতে পরিণত না করবে) সে জমি তারই অধিকারভুক্ত। সে উহাকে নিজে আবাদ করতে পারবে অথবা বর্গা দিয়ে আবাদ করাতে পারবে অথবা দাদন দিয়ে আবাদ করাতে পারবে। সে উহার মধ্যে নদী খনন করতে পারবে অথবা নিজের সুবিধা মত যা খুশী তাই করতে পারবে। তাকে শুধু মাত্র হুকুমতের নির্দ্ধারিত ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

فمن احياها وهى كذالك فهى له ويزرعها ويزارعها ويواجرها ويكرى منها الانهار ويعمرها بما فيه مصلحتها -

ভূখণ্ডটী যদি 'উশরী' (অর্থাৎ যে জমির এক দশমাংশ দেয়:) হয় তা হলে এক দশমাংশ দিতে হবে আর ভূখণ্ডটী যদি খেরাজী হয় তবে খেরাজ দিতে হবে।

فان كانت فى ارض العشر ادى عنها العشرو ان كانت فى ارض الخراج ادى عنها الخراج -

এখানে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অনাবাদ ভূখণ্ডের চতুর্দিকে কতকগুলি পাথর বসিয়ে চৌহদ্দী নির্ণয় করলে অথবা কোন বিরাট ক্ষেত্রভূমির চতুর্দিকে একখানা বেড়া দিয়ে ঘিরে নিলেই উহাকে "এহ্ইয়া" বা আবাদ করা বলা হয়না বরং ফকীহ-গণের পরিভাষায় উহাকে "তাহজীর" বা পাথর দিয়ে ঘিরে নেওয়া বলা হয়। বলাবাহুল্য, উক্ত প্রক্রিয়ায় কেহ কোন অনাবাদ ভূমির মালিক হতে পারেনা। তবে অন্যান্যদের তুলনায় "তাহজীরকারী" উক্ত জমির পাওয়ার অধিকতর হকদার হয়ে থাকে।

পাঠক! একবার কল্পনার চোখে দেখুন, ইসলামী হুকুমত তার নাগরীকদের জীবনযাত্রা সহজ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কি অনুপম ব্যবস্থাই না করে রেখেছে। আর সত্যকথা বলতে কি আমাদের এই পাক-ভারত উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্যন্ত এসব অনুপম ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল। আজ যখন দুনিয়ার বুকে কোথাও এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি বিনামূল্যে পাওয়ার কোন উপায় নেই এমনি সময় ইসলামের "এহ্ইয়া-ই-আরযে মাওয়াত" বা মৃত ও অনাবাদ জমির আবাদ সংক্রান্ত আইন কানুনগুলি দেখলে সত্যি যে কোন এক স্বপ্নপুরীর আলোচনা বলে মনে হয়। বহুদিন হতে ভূমি সক্রান্ত ইসলামী আইন কানুনগুলি এদেশ হতে বিদায় গ্রহণ করার ফলে এ-দেশের মুসলমানেরা উহার সৌন্দর্য্য একেবারেই ভুলতে বসেছেন। তাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

উপরে আমরা যেসব আলোচনা করলাম তা' এমন সব স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে ছিল যার বর্তমানে কোনই মালিক নেই যেমন মৃত বা অনধিকৃত ভূমি (unclaimed Land)। এক্ষণে আমরা এমন সব স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করব যা' ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত।

ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দু'প্রকার। প্রথমতঃ যাতে মালিকের বিনানুমতিতে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ যাতে মালিকের বিনানুমতিতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয। ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তিতে (যদি সে ইসলামী হুকুমতের নাগরিক হয়) বিনানুমতিতে হস্তক্ষেপ করার ইসলামে মাত্র দুটী উপায় আছে। একটীর নাম "লুকতাহ" আর অপরটীর নাম "হক্-ই-শুফা"।

"লুকতাহ" শব্দটীর অর্থ হল "হারানো প্রাপ্তি" যদি কোন ব্যক্তি কাহারও হারানো দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তবে অবস্থা বিশেষে সে উহা নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারে। কিন্তু শর্ত হল এই যে, আসল মালিকের সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা তাকে ফেরত দিতে হবে। আর যদি ইত্যবসরে দ্রব্যটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা অন্যকোন প্রকারে উহার ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তবে উহার মূল্য আদায় করতে হবে। যেহেতু হারানোপ্রাপ্তি জীবিকার্জনের পরিচিত পথ নয় এবং কালে ভদ্রে এ পথ কোন কোন ভাগ্যবানের দুয়ারে এসে উঁকি মেরে যায় তাই এসম্বন্ধে যেসব খুটীনাটী আলোচনা ফেকাহশাস্ত্রের কেতাবগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় আমরা এখানে তার অবতারণা করার বিশেষ প্রয়োজন মনে করছিনা।

"শুফা" শব্দটীর অর্থ হল অংশিত্ব (Partnership)। মনে করুন। কোন বাড়ী বা জমাজমিতে রহিম ও করিম দু'জনের অংশ আছে। রহিম তার নিজের অংশটী ফযলের নিকট বিক্রি করার প্রস্তাব করেছে এবং দাম দস্তুর সবই ঠিক হয়ে গেছে। এক্ষণে ইসলামী আইন অনুসারে করিম ইচ্ছা করলে নির্ধারিত অংশটী রহিমকে দিয়ে তার অংশের মালিক হতে পারে। এতে রহিমের সম্পত্তি থাকুক আর নাই থাকুক। বিক্রেতা রহিম বা ক্রেতা ফযলের কোন আপত্তিই শ্রবণ-যোগ্য হবেনা। ইসলামী হুকুমত এ জবরদস্তীমূলক ক্রয়ের স্বপক্ষে ডিক্রি জারী করতে আইনতঃ বাধ্য।

অনৈছলামিক রাজ্যের নাগরিকদের সহিত মুসলমানদের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ

যেকোন মুসলমানের পক্ষে অনৈছলামিক রাজ্যের নাগরিকদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে উহার মালিক হওয়া বিধেয়। অনুরূপভাবে অনৈছলামিক রাজ্যের যেকোন নাগরিক ইসলামি রাজ্যের নাগরিকদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে উহার মালিক হতে পারে। অতএব যদি অনৈছলামিক রাজ্যের কোন নাগরিক ইসলামি রাজ্যের কোন নাগরিকের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে উহার মালিক হয়ে বসে এবং কোন মুসলমান যদি উক্ত দ্রব্য তার নিকট থেকে ক্রয় করে নিতে চায় তবে সে বিনা দ্বিধায় উহা করতে পারে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে অমুসলমান রাজ্যের নাগরিকটী উক্ত দ্রব্যের প্রকৃত মালিক হয়ে গেছে। অতএব তার নিকট থেকে ক্রয় করা আর পূর্বতন মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করা একই কথা। আমাদের এ আলোচনা হতে আশা করি পাঠকগণ "গণিমত" (যুদ্ধলব্ধ ধন) ও "ফয়"এর (যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলাতক যোদ্ধাদের ধন) হালাল হওয়ার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

অতীতে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে একটী চরম পুণ্যের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজ বলে মনে করা হত। সমাজে সব চেয়ে বড় সম্মানের পদ তারাই অলঙ্কৃত করেছিল যাদের জীবিকা-নির্বাহ হত ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা। আজও হিন্দু সমাজে একদল লোক আছে যারা ভিক্ষাবৃত্তিকেই পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ মনে করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান সমাজেও পীর ফকির বলে একদল লোককে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে দেখা যায় যাঁরা আকীদার দিক দিয়ে না হলেও কার্যতঃ ভিক্ষাবৃত্তিকেই রুযী রোযগারের একমাত্র পথ হিসেবে অবলম্বন করেছেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে গেলে এ ব্যবসায় যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ সে কথা চিন্তা করলে শরীরে শিহরণ জাগে। সম্ভবতঃ এ অর্থনৈতিক অপূরণীয় ক্ষতির কথা চিন্তা করেই আঁ-হযরত (দঃ) বলেছিলেন :—

من سال الناس عن ظهر غنى فانما يستكثر من جمر جهنم

"গেনা" থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে বস্তুতঃ সে জাহান্নামের আগুন সংগ্রহ করে।

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর! 'গেনা' কাকে বলে?" হুজুর বললেন, "কারও বাড়ীতে এ পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী থাকা যদ্বারা তার দু'-সন্ধ্যার খোরাক হয়ে যায়।"

ان يعلم ان عند اهله مايغديهم وما يعشيهم

দু' সন্ধ্যার খোরাক বলতে আঁ-হযরত (দঃ) পোলাও কোরমা, হালওয়া, মাজনুজন্ ইত্যাদির কথা যে বলেননি তা অবধারিত। কারণ তিনি নিজেই এসব জিনিষ খুব কম খেয়েছেন। জননী আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেছেন, "আমাদের বাড়ীতে মাসের পর মাস উনন জ্বলত না।" অতএব আঁ-হযরতের (দঃ) উদ্দেশ্য এই যে, স্বাভাবিক রকমের দু' সন্ধ্যার খোরাক যার ঘরে আছে তার পক্ষেও সওয়াল করা হারাম। আর যার বাড়ীতে এ পরিমাণও আর্থিক সঙ্গতি নেই কিন্তু সে বিকলাঙ্গ নয় এবং তার এতটুকু দৈহিক ক্ষমতা আছে যাতে করে সে উপার্জন করে খেতে পারে তার সম্বন্ধে আঁ-হযরত (দঃ) ফরমিয়েছেন :—

لاتحل الصدقة لغنى ولالذى مرة سوى

ধনী এবং সুস্থ সবল মানুষের জন্ত সদ্কা খাওয়া হালাল নয়।

আর এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন :—কোন ধনী বা উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সদ্কায় কোন অংশ নেই।

لاحق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب

ফল কথা এই যে, কোরআনে বর্ণিত বিশিষ্ট কয়েকজন লোক ছাড়া, আর্থিক কিংবা দৈহিক সঙ্গতি-সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানের জন্ত ইস্লাম সদকাখোরী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এর একটা বড় উদ্দেশ্য হল এই যে, এই ভাবে মুসলমান সমাজের প্রত্যেকটি লোকই যেন স্বীয় ক্ষমতানুসারে জীবিকার্জন পূর্বক জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি বিধানে সহায়ক হতে পারে। বর্তমান মুসলিম সমাজের কথা ক্ষণিকের তরে চিন্তা করে দেখার জন্ত আমরা পাঠক পাঠিকাদেরকে অনুরোধ করছি।

ভিক্ষাবৃত্তিকে মুছে ফেলার জন্ত ইস্লাম শুধু ভিক্ষুকদেরকেই দমন করেনি বরং ভিক্ষাদাতাদের প্রতিও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে, ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশেরই মতে আর্থিক কিংবা দৈহিক সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে ভিক্ষা দেওয়াও হারাম এবং যারা জেনে শুনে তাদেরকে ভিক্ষা দেয় তারা পাপাচারী। "আল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের" নামক পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে :—

দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গোণাহগার। গ্রহীতা যে গোণাহগার হবে তাতে ত' কোন সন্দেহ নাই, কারণ সে হকদারের হক লুণ্ঠন করছে আর দাতা গোণাহগার হবে এই জন্ত যে, সে এক-জন হারামখোরকে সাহায্য করছে। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, দাতা গোণাহগার হবে এই জন্ত যে, সে গ্রহীতাকে হারাম কার্যে সহায়তা করছে।

ان السائل والعاطى آثمان

فلكونه معينا على الحرام

মৌওলানা আন্ওয়ার কাশ্মীরী তাঁর "আল্-আর-ফুশ্ শাযী" নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

যদি দাতা জানতে পারে যে, গ্রহীতা ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে বরণ করবে না তবে তার দান করাতে কোন গোণাহ নেই। আর যদি সে জানতে পারে যে, গ্রহীতা উহাকে পেশায় পরিণত করবে এবং ইহা জেনে শুনেও তাকে দান করে তবে দাতা গোণাহগার হবে।—(আরফুশ্ শাযী ২২১ পৃঃ)।

لو علم المعطى ان السائل لايتخذه كسبا فلا اثم عليه ولو علم انه يتخذه كسبا ويعتاد السوال فهو آثم

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ)

—মুস্তাফের আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৩৬। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, "শফক" (সূর্যাস্তের পর আকাশ প্রান্তে প্রস্ফুটিত)লাল-বর্ণ বিশেষ।—দারকুতনী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال الشفق الحمرة -

ইবনে খুযায়মা প্রভৃতি ইহার মওকুফ হওয়াকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৩৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ফজর দুইটি। একটিতে পানাহার অবৈধ এবং উহাতে নমায সিদ্ধ অপরটিতে ফজরের নমায অবৈধ এবং পানাহার সিদ্ধ হয়।—ইবনে খুযায়মা ও হাকিম। তাঁহারা ইহাকে বিশুদ্ধও বলিয়াছেন। হাকিমে জাবের কর্তৃক এরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহাতে আহার অবৈধ উহার চিহ্ন আকাশ প্রান্তে বিস্তারিত এবং অপরটির চিহ্ন ব্যাঘ্রের লেজের ন্যায় বিলম্বিত হইয়া থাকে।

الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلوة وفجر تحرم فيه الصلوة اى صلوة الصبح ويحل فيه الطعام -

১৩৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন মসূউদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, উৎকৃষ্ট আমল হইতেছে নমাযের প্রাথমিক সময়ে নমায সমাধা করা।—তিরমিযী ও হাকিম। মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الاعمال الصلوة فى اول وقتها

১৩৯। হযরত আবু মাহযোরার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নমাযের প্রাথমিক সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মাধ্যমিক সময়ে আল্লাহর অনুকম্পা এবং শেষ সময়ে আল্লাহর ক্ষমা (বিতরিত হইয়া থাকে)।—দারকুতনী ইহাকে অতি দুর্বল সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিরমিযী কর্তৃক ইবনে উমরের সূত্রে কিঞ্চিৎ শব্দের পরিবর্তন সহকারে ইহা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহাও দুর্বল।

قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله وآخره عفو الله -

১৪০। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ফজরের পর দুরাকআত ব্যতীত অন্য কোন নমায নাই।—আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ। আবদুররযাকের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ফজর প্রকটিত হওয়ার পর ফজরের দুই রাকআত ব্যতীত অন্য কোন নমায নাই। দারকুতনী কর্তৃক আমর বিন আছের প্রমুখাৎ এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاصلوة بعد الفجر الا سجدتين - لاصلوة بعد طلوع الفجر الا ركعتى الفجر -

১৪১। হযরত উম্মে ছলমার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আছরের নমায সমাধা করার পর আমার গৃহে প্রবেশ করতঃ দুই রাকআত নমায পড়িলেন। আমি উক্ত নমায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (দঃ) বলিলেন, আমি ব্যস্ততা বশতঃ যোহরের পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নত সমাধা করিতে পারিনাই।

قالت صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العصر ثم دخل بيتى فصلى ركعتين فسالته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان قلت افنقضيهما اذا فاتتنا قال لا -

www.ahlehadeethbd.org

অতএব এখন উহাই সমাধা করিলাম। আমি বলিলাম, তাহাহইলে হুযুর! আমাদেরও—কোন সময় উহা পরিত্যক্ত হইলে—কাযা করিতে হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, না।—আহমদ। আবুদাউদ কর্তৃক হযরত আয়েশার সনদেও এইরূপ তাৎপর্যের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের বর্ণনা

১৪২। হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ বিন আব্দেরব্বিহি (রাযি:) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, স্বপ্নযোগে জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করতঃ বলিলেন, তুমি আযান প্রদানকালে আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর বলিবে, অতঃপর সেই ব্যক্তি আযানের উল্লেখ করিলেন। উহাতে তরযী'[১] ব্যতীত আযানের উল্লেখ করিলেন, এবং আল্লাহ আকবর চারবার বলিলেন তিনি ইকামত একক ভাবে উল্লেখ করতঃ শুধু কাদকামাতিস্‌সালাতু দুইবার বলিলেন। প্রাতঃকালে হযরতের (দ:) খিদমতে উপস্থিত হইয়া আমি স্বপ্নের সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলে হযরত (দ:) বলিলেন, ইহা সঠিক স্বপ্ন।—আহমদ ও আবুদাউদ। তিরমিযী এবং ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম আহমদ আযান সম্পর্কে বিলালের ফজরের আযানের বিবরণের শেষে বর্ধিত করিয়াছেন যে, তিনি ফজরের আযানের পরিশেষে বর্ধিত করিতেন "নমায নিদ্রা অপেক্ষা শ্রেয়:"। ইবনে খুযায়মা হযরত আনসের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, সুন্নত এই যে, মোয়ায্‌যিন ফজরের আযানের সময় حی علی الفلاح বলার পর বলিবে الصلوة خیر من النوم "নমায নিদ্রা অপেক্ষা শ্রেয়:"।

فقال تقول الله اکبر الله اکبر فذکر الاذان بترجیع الاقامة بغیر ترجیع والا قامة فرادی الا قدقامت الصلوة قال فلما اصبحت اتیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فقال انها لرویا حق الحدیث -

الصلوة خیر من النوم

১৪৩। হযরত আবু মাহযোরা (রাযি:) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (দ:) তাহাকে আযান শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর তিনি উহাতে তরজী'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—মুসলিম। মুসলিমের সূত্রে 'তকবীরের' দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে সুনন ও আহমদ প্রভৃতিতে চারিবার উহার উল্লেখ রহিয়াছে।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم علمه الا ذان فذکر فیه الترجیع -

১৪৪। হযরত আনস (রাযি:) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আযানের শব্দগুলি জোড়া এবং "কাদকামাতিস্‌সালাতু" ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলি এককভাবে বলিতে বিলাল নির্দেশিত হইয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে কাদকামাতকে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হয়নাই। নাসায়ীর সূত্রে "রসূলুল্লাহ (দ:) বিলালকে নির্দেশ দিয়াছেন" উল্লিখিত হইয়াছে।

امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الا الاقامة یعنی قوله الا قدقامت الصلوة -

১৪৫। হযরত আবু জুহায়ফা বলিয়াছেন যে, আমি বিলালকে আযান প্রদানকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলী এদিক সেদিক ঘোরাইতেছেন অথচ আঙ্গুলদ্বয় তাহার কর্ণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাখিয়াছেন।—আহমদ। ইবনে মাজাতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আবুদাউদের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি হাইআলাস্‌সলাহ বলিতেন তখন স্বীয় ঘাড় ডানে ও বামে ফিরাইয়া আযান দিতেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঘোরিয়া যাইতেননা।—মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমে।

قال رایت بلالا یؤذن واتتبع فاه ههنا وههنا واصبعاه فی اذنیه -

১৪৬। হযরত আবু মাহযূরার (রাযি:) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দ:) তাঁহার স্বরকে পছন্দ করতঃ আযান শিক্ষা দিয়াছেন।—ইবনে খুযায়মা।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم اعجبه صوته فعلمه الا ذان -

১) শাহাদতের বাক্যদ্বয় অর্থাৎ আশহাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ-কে দুইবার অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করতঃ পুনরায় উচ্চস্বরে বলাকে তরজী' বলা হয়।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

১৪৭। "হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি একাধিকবার রসূলুল্লাহর(দঃ) সহিত ঈদের নমাযে যোগদান করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আযান এবং ইকামত কোনটাই ছিলনা।—মুসলিম। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস প্রভৃতির সূত্রেও এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

قال صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العيدين من غير مرة ولامرتين بغير اذان ولا اقامة -

১৪৮। হযরত আবুকাতাদার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ—নিদ্রার জন্য নমাযে বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীসে—বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর বিলাল আযান দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) অন্যান্য দিবসের ন্যায় নমায সমাধা করিলেন।

ثم اذن بلال فصلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم

জাবেরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) মযদুলফাতে আগমন করিলেন এবং সেই স্থানে মগরিব ও ঈশার নমাযদ্বয় একত্রিতভাবে এক আযান এবং দুই ইকামতে সমাধা করিলেন। —ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মগরিব এবং ঈশার নমাযকে একত্রিতভাবে একই ইকামতে আবুদাউদের সূত্রে প্রত্যেক নমাযই ভিন্ন ভিন্ন ইকামতে সমাধা করিয়াছেন এবং আবুদাউদের সূত্রে "উভয় নমাযের জন্য আযান প্রদত্ত হয়নাই" বর্ণিত হইয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين

১৪৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর ও হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, বিলাল রাত্রি কালে আযান প্রদান করিয়া থাকে অতঃপর আবদুল্লা বিন উম্মে মকতুমের আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে থাকিবে। আবদুল্লাহ বিন উম্মে মকতুম একজন অন্ধ ব্যক্তি প্রভাত হওয়ার সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত সে আযান প্রদান করেনা। [১]—বুখারী ও মুসলিম।

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى لاينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت

হাকেম বলেন, হাদীসের শেষাংশটুকু মুদরজ অর্থাৎ চিহ্নিত বাক্যগুলি হযরতের উক্তি নহে বরং ইবনে উমর অথবা যুহরী কর্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৫০) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, একদা বিলাল কর্তৃক ফজরের পূর্বে আযান প্রদত্ত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় ঘোষণা করিতে নির্দেশ দিলেন যে, আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম (ভুল ক্রমে সময়ের পূর্বেই আযান প্রদান করিয়াছি)। —আবুদাউদ এবং তিনি ইহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন।

ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان يرجع فينادى الا ان العبد نام

(যেহেতু এই হাদীস দুর্বল সেই হেতু পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সহিত ইহার কোন তারারোধ (বিরোধ) হইবে না—অনুবাদক।)

১৫১) হযরত আবু ছাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোআযযিনকে আযান দিতে শুনিলে তাহার ন্যায় আযানের বাক্যসমূহ তোমরাও উচ্চারণ করিও।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن -

বুখারীর বর্ণনাতে মুআবিয়ার সূত্রে এবং মুসলিমে উমরের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রোতা মোআযযিনের ন্যায় বলিবে কিন্তু হাইআলার সময় "লাহাওলা ওয়ালাকুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলিবে।

১৫২) হযরত উছমান বিন আবুল আস (রাযিঃ)হযরতের(দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বীয় গোত্রের

১) রসূলুল্লার দুইজন মোআযযিন ছিলেন, বিলাল ও আবদুল্লাহ বিন উম্মে মকতুম। ছুবহে ছাদেক হওয়ার পূর্বেই বিলাল আযান প্রদান করিতেন। এই আযানের পর প্রভাতী খাওয়া নিষিদ্ধ নহে অতঃপর ছুবহে ছাদেক প্রকটিত হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন উম্মে মকতুম আযান প্রদান করিতেন। এই হাদীসের সাহায্যে এক মসজিদে একাধিক মোআযযিন নিযুক্ত করা জায়েয প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিক সংখ্যক মোআযযিন নিযুক্তির কোন মযবূত হাদীস নাই তবে হযরত উছমান কর্তৃক চারিজন মোআযযিন নিযুক্ত করার একটি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম নিযুক্ত করার জন্য আবেদন করিলেন। তখন হযরত (দঃ)বলিলেন, তোমাকে قال انت امامهم واقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لايأخذ على اذانه اجرا - তাহাদের ইমাম নিযুক্ত করা হইল। দেখ, নমাযীদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া নমায সংক্ষিপ্ত ভাবে সমাধা করিবে এবং তুমি এরূপ একজন মোআযযিন নির্বাচন করিও যে আযানের জন্য বেতন গ্রহণ করিবেনা।—সুনন ও আহমদ। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকীম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৫৩) হযরত মালিক বিন হুয়াইরিছ (রাযিঃ) কর্তৃক রেওয়ায়ত করা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন নমাযের সময় সমুপস্থিত হইয়া যায় তখন তোমাদের একজন যেন আযান প্রদান করে - اذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم —সপ্তগ্রন্থ।

১৫৪) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিলালকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,আযান প্রদান কালে ধীরস্থির ভাবে এবং ইকামত ক্রততার সহিত প্রদান করিও এবং আযান ও ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় রাখিও যাহাতে আহার গ্রহণকারী আহার সমাপ্ত করিতে পারে।—তিরমিযী এই হাদীসকে দুর্বল বলিয়াছেন। ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدرو اجعل بين اذانك واقامتك قدرما يفرغ الا كل من اكله -

তিরমিযী আবুহুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, অযূ ছাড়া আযান প্রদান করা উচিত নহে। কিন্তু এই হাদীসকেও তিরমিযী যয়ীফ বলিয়াছেন।

যিয়াদ বিন হারিসের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি ইকামতও প্রদান করিবে। ইহাকেও ইমাম তিরমিযী যয়ীফ বলিয়াছেন।

আবু দাউদের সূত্রে আবদুল্লাহ বিন যয়দের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমিই (স্বপ্নে) আযান প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আযান প্রদানের ইচ্ছাও আমি করিয়াছিলাম কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) বিলালের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহার সহিত আমাকেও দাঁড়াইতে নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসের সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে।—তিরমিযী ও আবুদাউদ।

১৫৫। আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোআযযিন আযান প্রদানের অধিকারী এবং ইমাম ইকামতের অধিকারী (অর্থাৎ ইমামের নির্দেশানুসারে ইকামত প্রদত্ত হইবে)।—ইবনে আদী এই হাদীসকে বর্ণনা করতঃ ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। বয়হকীতে হযরত আলীর এইরূপ একটি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة -

১৫৬। হযরত আনস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী দোয়াসমূহ রদ করা হয়না।—নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। لايرد الدعاء بين الاذان والاقامة

১৫৭। হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শ্রবণ করিয়া উহার উত্তর প্রদান করতঃ এই দোআ "পূর্ণ দোআ ও প্রতিষ্ঠিত নমাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মদকে (দঃ) বেহেশতের "অসীলা" নামক মনযিলটি এবং উচ্চ সম্মান প্রদান করিও আর "মাহমুদ" নামক স্থানটি যাহা তাঁহাকে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছ তাহাতে তাঁহাকে উত্থিত করিও"[১] পাঠ করিবে প্রলয় দিবসে তাহার প্রতি আমার সুপারিশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া যাইবে।—সুননের গ্রন্থ চতুষ্টয়। من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة -

انك لاتخلف الميعاد -

১) বস্তুতঃ তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নও। হাদীসের অপর বর্ণনাতে ইহাও বর্দ্ধিত হইয়াছে —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নমাযের শর্তসমূহের বিবরণ

১৫৮) হযরত আলী বিন তলক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নমাযে তোমাদের কাহারও বায়ু নির্গত হইলে নমায পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় অযু করিয়া পুনর্বার নমায সমাধা করিবে। —সুনন, আহমদ, ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন[১]।

اذا فسا احدكم فى الصلوة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلوة -

১৫৯) হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের উড়নীতে আবৃত না হইয়া নমায পড়িলে আল্লাহ তাহা কবুল করেননা[২]। সুনন (নাছায়ী ব্যতীত) ও আহমদ। ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال لا يقبل الله صلوة حائض الا بخمار -

১৬০) হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, যদি তোমার কাপড় এরূপ প্রশস্ত হইয়া থাকে যে, সমস্ত শরীর আবৃত হইতে পারে তাহাহইলে উহাতে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নমায সমাধা করিও আর মুসলিমের সূত্রে—কাপড়ের উভয় পার্শ্বকে বিপরীত ভাবে (ঘাড়ের উপর) নিক্ষেপ করিও—এবং কাপড় যদি অপ্রশস্ত হয় তবে উহাকে তহবন্দ স্বরূপ পরিধান করিও।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعنى فى الصلوة ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به -

আবুহুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, কাঁধে কিছু না দিয়া তোমাদের কেহ যেন এক কাপড়ে নমায না পড়ে[৩]।

لا يصلى احدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء -

১৬১) হযরত উম্মে ছালমা [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রসূলুল্লাহকে [দঃ] জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রীলোক লুঙ্গি পরিধান না করিয়া শুধু বর্ম ও অবগুণ্ঠনে নমায সমাধা করিতে পারিবে কি? রসূলুল্লাহ [দঃ] তদুত্তরে বলিলেন, হাঁ যদি বর্মটি এইরূপ প্রশস্ত হইয়া থাকে যাহাতে তাহার পদযুগলের উপরিভাগ আবৃত হইয়া যায়।—আবুদাউদ, মুহাদ্দীসগণ এই হাদীসের মওকুফ হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

انها سالت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اتصلى المرأة فى درع وخمار بغيرازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها -

১৬২) হযরত আমের বিন রবীআ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, একদা কোন স্থানে একটি অন্ধকার রজনীতে আমরা রসূলুল্লাহর সহিত ছিলাম (নমাযের সময় হইলে) কিবলার দিকটা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। অতঃপর (ভাবনা চিন্তার পর) আমরা নমায সমাধা করিলাম। কিন্তু প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে দেখা গেল যে, কিবলা ছাড়া অন্য দিকে আমরা নমায পড়িয়াছি। অতএব (উক্ত নমায হওয়া সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অপনোদন কল্পে) এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। "অতএব যেদিকেই মুখ করিবে সেই স্থানেই আল্লাহ বিদ্যমান রহিয়াছেন।" —তিরমিযী। তিনি ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।

كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت الاية فاينما تولوا فثم وجه الله -

১৬৩) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া-

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين

১) নমাযের জন্য অযু অবশ্যম্ভাবী শর্ত তাহা এই হাদীসের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে।—অনুবাদক।

২) মহিলাদিগের নমায সমাধাকালে উড়নী ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণরূপে মস্তক ইত্যাদি আবৃত করা একান্ত আবশ্যক। ১৬১ নং হাদীসে উহার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে।

৩) কাপড় প্রচুর থাকিলে এককাপড়ে কাঁধে কিছু না দিয়া নমায পড়া বায়েয নহে। পক্ষান্তরে কাপড় না থাকিলে উলঙ্গাবস্থায়ও নমায জায়েয হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ছেন, সূর্য্যের উদয়স্থল المشرق والمغرب قبلة. এবং অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানই কিবলা।—তিরমিযী। ইমাম বুখারী এই হাদীসকে বলিষ্ঠ বলিয়াছেন।

১৬৪) হযরত আমের বিন রবীআ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি স্বীয় বাহন (উষ্ট্রী) পৃষ্ঠে—সে যেই দিকেই যাইতেছিল সেই দিকেই—নমায পড়িতেছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম বুখারীর বর্ণনাতে বর্ধিত হইয়াছে যে, তিনি (দঃ) (নমাযকালে) মস্তকের দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছিলেন এবং ফরয নমাযে এইরূপ করিতেন না। আবুদাউদের সূত্রে হযরত আনসের মারফত বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সফরকালে যখন নফল নমায পড়ার ইচ্ছা করিতেন তখন স্বীয় উষ্ট্রীর মুখ কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিয়া (তকবীর বলিয়া) নমায আরম্ভ করিতেন আর উষ্ট্রী যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে গমন করিত। —ইহার সনদ হাসন—উত্তম।

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به.

وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث كان وجهه ركابه.

১৬৫) হযরত আবু ছাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, সমুদয় ভূমি মসজিদ স্বরূপ (উহাতে নমায সমাধা করা চলিবে) কিন্তু সমাধিস্থান এবং গোসলখানা ব্যতীত।—তিরমিযী। হাদীসটি সনদ হিসাবে দুর্বল।

الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام.

১৬৬) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সাত স্থানে নমায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, (১) ময়লা ফেলিবার স্থানে বা সারগাদা (২) জবাহ খানা (৩) গোরস্থান (৪) সাধারণ চলাচল-পথ (৫) গোসলখানা (৬) উষ্ট্র বাঁধার স্থান এবং (৭) কা'বাগৃহের উপরে।—তিরমিযী, হাদীসটি দুর্বল।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يصلى فى سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله.

১৬৭) হযরত আবু মরছদ গনবী (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন, মুসলিম সমাজ! তোমরা কবরের দিকে মুখ করতঃ নমায পড়িওনা এবং কবরের উপর উপবেশনও করিওনা।—মুসলিম।

يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لاتصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها.

১৬৮) হযরত আবুছাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ মসজিদে আগমন করে তাহার দেখা উচিত যদি সে স্বীয় জুতার মধ্যে কোন অপবিত্র বস্তু অথবা ময়লা প্রত্যক্ষ করে তাহাহইলে উহাকে (মাটিতে) অবশ্যই মছাহ করিবে এবং উহা পরিধান অবস্থায় নমায সমাধা করিতে পারিবে।—আবুদাউদ। ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى فى نعليه اذى اوقذرا فليمسحه وليصل فيهما.

১৬৯) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ তাহার জুতা দ্বারা ময়লা দলন করিয়া থাকে তবে মাটিই উহাকে পবিত্র করিয়া দিবে।—আবুদাউদ। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اذا وطى احدكم الاذى بخفيه فطهور هما التراب.

১৭০) হযরত মুআবিয়া বিন হাকাম (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের কথাবার্তার কোন কিছুই নমাযে বৈধ নহে—বস্তুতঃ নমায, তসবীহ, তকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।—মুসলিম।

ان هذه الصلوة لايصح فيها شيء من كلام الناس انما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

১৭১) হযরত যয়দ বিন আরকম বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহর যুগে নমাযে কথোপকথন করিতাম। আমাদের একজন তাহার নিকট-

انا كنا نتكلم فى الصلوة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه

www.ahlehadeethbd.org

বর্ত্তী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু যখন এই আয়ত "নামাযসমূহের হিফাযত কর বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামায 'আছরের' প্রতি যত্নবান হও" অবতীর্ণ হইল তখন আমাদিগকে নামাযে কথা বলিতে নিষেধ করতঃ নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইল।—বুখারী ও মুসলিম। উদ্ধৃত শব্দগুলি মুসলিমের।

بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام -

১৭২। হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, (ইমামকে তাহার কোন ভুলের জন্য সতর্ক করিতে হইলে)—মুসলিমের বর্ণনা সূত্রে—নামাযে পুরুষ সুবহানাল্লাহ বলিবে এবং স্ত্রীলোক দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের পৃষ্ঠের সহিত তালি বাজাইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

১৭৩) হযরত মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখ্খীর (রাযিঃ) স্বীয় পিতার নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) দেখিয়াছি যে, তিনি (দঃ) নামায পড়িতেন এবং (সেই অবস্থায়) তাঁহার অন্তরদেশ হইতে ফুটন্ত ডেকচির শব্দের ন্যায় ক্রন্দনের একটি গুমগুম শব্দ শ্রুত হইত।—সুনন ও আহমদ। কিন্তু ইবনে মাজাতে ইহা বর্ণিত হয়নাই। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى وفى صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء -

১৭৪) হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি প্রত্যহ রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে দুইবার হাযির হইতাম। যখন আমি তাঁহার খিদমতে হাযির হইতাম এবং তিনি নামাযে থাকিতেন তখন তিনি (দঃ) খাঁকার দিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন।—নাসায়ী ও ইবনে মাজা।

كان لى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلى تنحنح لى -

১৭৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নামায সমাধাকালে যাহারা ছালাম করিত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের কিরূপে জবাব দিতে আপনি দেখিয়াছেন? আবু-হুরায়রা এইরূপ বলিয়া ইঙ্গিত করতঃ স্বীয় হস্তের আঙ্গুলগুলি প্রসারিত করিলেন[১]। (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) ইঙ্গিত করিয়া ছালামকারীদের জবাব প্রদান করিতেন।)—আবুদাউদ ও তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদে।

قال كيف رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلى قال يقول هكذا وبسط كفه -

১৭৬) হযরত আবুকাতাদার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) (স্বীয় কন্যা) যয়নবের মেয়ে উমামাকে কোলে করিয়া নামায পড়িতেন। সিজদাকালে উহাকে রাখিয়া দিতেন এবং সিজদা হইতে উঠিবার সময় তাহাকে উঠাইয়া নিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের সূত্রে "তিনি (দঃ) মসজিদে ইমামত করা কালে এরূপ করিতেন" বর্দ্ধিত হইয়াছে।—মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها -

১৭৭) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নামাযে [হইলেও] সর্প ও বিচ্ছু উভয় বিষাক্ত জন্তুকে মারিয়া ফেল। (ইহাতে নামাযে কোন ত্রুটি আসিবেনা)।—সুনন। ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا الاسودين فى الصلوة الحية والعقرب

১) নাছায়ী শরীফে হযরত মুহায়র কর্তৃক অপর একটি হাদীসে এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী উভয় হাদীসকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। নামায সমাধাকালে নামাযীদের প্রতি ছালাম করা এবং নামাযীদের ইঙ্গিতে উত্তর প্রদানের বৈধতা উভয় হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে। রসূলুল্লাহর আদর্শের মোকাবেলায় কাহারও উক্তি বা আদর্শের কোন মূল্য নাই।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুত্‌রা[১] বা আড়ালের বিবরণ

১৭৮) হযরত আবু জুহায়ম বিন হারূছ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যদি নমাযীর সম্মুখে একদিক হইতে অপর দিকে অতিক্রমকারী এই অতিক্রমের পাপের মাত্রা অবগত থাকিত তাহা- হইলে সে অতিক্রম না করিয়া চল্লিশ বৎসর সেইস্থানে দাঁড়ানকেই পছন্দ করিত এবং ইহাই তাহার জন্য অধিক কল্যাণকর হইত।—বুখারী ও মুসলিম। বয্‌যারের বর্ণনাতে অন্য সূত্রে চল্লিশ বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه ووقع فى البزار من وجه اخر اربعين خريفا ـ

১৭৯) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তবুকের যুদ্ধে নমাযের সুত্‌রা সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি (দঃ) বলিলেন, উহা হাওদার পশ্চাৎ- বর্ত্তী (অর্দ্ধ হস্ত উঁচু) কাটের সমান।—মুসলিম।

قالت سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل ـ

১৮০) হযরত মা'বদ জুহনীর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া- ছেন তোমাদের প্রত্যে- কের জন্য নমাযে তীরের দ্বারা হইলেও সুত্‌রা করা উচিত।—হাকিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستتر احدكم فى الصلوة ولو بسهم ـ

১৮১) হযরত আবুযর গেফারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুসল- মান নমাযীর সম্মুখে হাওদার পশ্চাদ্বর্ত্তী কাঠের পরিমাণ সুত্‌রা না থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া স্ত্রীলোক, গর্দ্দভ এবং কাল কুকুর (অতিক্রম করিলে) তাহার নমায নষ্ট হইয়া যাইবে। অপর বর্ণনাতে "কাল কুকুর শয়তান" শব্দগুলি বর্দ্ধিত হইয়াছে[১]।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقطع صلوة المرأ المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود وفيه الكلب الاسود شيطان ـ

মুস্‌লিমে আবুহুরায়রার সূত্রে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে কুকুরের উল্লেখ নাই। আবু- দাউদ ও নাছায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্দ্ধিত অংশ ব্যতীত অপর অংশগুলি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে "ঋতুবতী স্ত্রীলোক" উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮২) হযরত আবুছাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি সুত্‌রার দিকে নমায সমাধা করিতে থাকে এবং অপর কেহ তাহার ও সুত্‌রার মধ্যবর্ত্তী স্থানদিয়া অতিক্রম করিতে উদ্যত হয় তাহাহইলে যথাসম্ভব তাহাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা উচিত। যদি সে ইহাতে বিরত না হয় তবে কঠোরভাবে তাহাকে বারণ করিবে। কারণ সে শয়তান (তুল্য কার্য করিতেছে)।—বুখারী ও মুসলিম অপর বর্ণনাতে "শয়তান তাহার সহিত রহিয়াছে"। ক্রমশঃ

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيئ يستره من الناس واراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ـ

---

১) মুছল্লীর সম্মুখে সিজ্‌দার জায়গা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অর্ধ হস্ত বা ততধিক উঁচু যে বস্তু দাঁড় করাণ হয় ইহাকে শরিঅতের পরিভাষায় সুত্‌রা বলা হয়। হাওদার কাঠ পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত উঁচু হইলে যেকোন বস্তু দ্বারা সুত্‌রা বানান যাইবে।—অনুবাদক।

১) জমহুর উলামা এই মত পোষণ করেন যে, স্ত্রীলোক ইত্যাদি নমাযীর সম্মুখে গমন করিলে নমায নষ্ট হইবেনা। তাঁহারা ১৮৩নং হাদীসকে প্রমাণরূপ উপস্থিত করেন এবং ১৮নং হাদীসকে তাহাদের কেহ কেহ মনসুখ বলিয়া দাবী করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উহাতে নমাযের ছওয়াবের স্বল্পতা বুঝা- ইতেছে মাত্র।

ইস্‌লাম সমন্বয় নহে

অধ্যাপক মোঃ আঃ গণি এম, এ,

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কমিউনিজমের অসারতা ও পরিণতি

কমিউনিজমের আদর্শ ও নীতি মূলতঃ একদেশ-দর্শী ও সংকীর্ণ। ইহা ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা এমনি একটি বিষয় যাহা মানব জাতির কোন আলোচ্য বস্তুতেই পরিগণিত হইতে পারিতনা; কিন্তু ঘনাক্রমে ইহার নাম করিয়া এক সর্বনাশা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কয়েকটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে; এই কারণেই স্বাধীন বিশ্ব ইহার আলোচনা ও প্রতিরোধের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

কমিউনিজম প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্তাকর্ষক, মনমাতানো প্রবঞ্চনামূলক প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহারা নির্যাতিত, শোষিত, দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত, কমিউনিজমের মিথ্যা প্রলোভন ও নিষ্ফল আশা আকাঙ্খা তাহাদের প্রাণে দোলা দিয়া থাকে এবং তাহারাই ইহার আহ্বানে সাড়া দিয়া পরিণামে বঞ্চিত হয়।

কমিউনিজমের জন্মদাতা কার্লমার্কস জার্মানীর অধিবাসী। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে, কমিউনিজম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকায়; কিন্তু কার্যতঃ এই সমস্ত দেশের একটিতেও আজ পর্যন্ত ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবেনা। ইহা প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাইল রাশিয়ায়। কিন্তু এই সুযোগ স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনাই, এই সুযোগ বলপূর্বক গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯১৭ খৃঃ রাশিয়ার অত্যাচারী রাজা জারের পতন হইলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সনের জানুয়ারী মাসে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরবর্তী দিনের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখে। কিন্তু পরবর্তী দিন অধিবেশন বসিবার পূর্বে কমিউনিষ্ট নেতা লেনিন অতর্কিত ভাবে অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করিয়া আইন পরিষদ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বলপূর্বক কমিউনিষ্ট শাসন চালু করেন। অল্পদিনের মধ্যে দেশ-ব্যাপী ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু লেনিন কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

লেনিন কমিউনিজমের আদর্শসমূহ কার্যকরী করিতে গিয়া অকৃতকার্য হন। রাশিয়ার পর আরও কয়েকটি দেশে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কোন দেশেই কার্লমার্কসের কমিউনিজম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেনাই এবং যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মানবতা ও বিশ্বসত্যতার জন্য পরিপন্থী।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণ ও ব্যাখ্যা:

কমিউনিজম যে দর্শন ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভ্রান্ত; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। "বিশ্বের সকল ঘটনার মূলে শুধু অর্থনৈতিক কারণ সমূহই ক্রিয়া করিয়া থাকে"—কমিউনিষ্টদের এই কথা ইতিহাসেই অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন করেনা।

সকল ঘটনার মূলে রহিয়াছে মানুষের মন। প্রতিটি ঘটনা ঘটিবার পূর্বে মানুষ মনে মনে ইহার সঙ্কল্প করে এবং ইহার পরে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয়। অতএব মন ও সংকল্পের স্থানই প্রথম, বস্তু সৃষ্টি ও ক্রিয়াকর্মের সংঘটন হয় পরে। বিশ্বসৃষ্টির মূলেও এই একই কথা:— স্রষ্টার মনে সংকল্প হইয়াছিল প্রথম এবং সংকল্প অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়। অতএব মনই সমস্ত ঘটনা ও মানুষের কার্যকলাপের উৎসমূল।

মানব সমাজে যত ঘটনা ঘটিতেছে—তাহার কারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনেক :— নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা সকলেই করিয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই নিজে যে অবস্থায় আছে তাহা হইতে আরও ভাল অবস্থা লাভ করিতে চায়, তাহা পাইতে চেষ্টা করে; ইহার পর মানুষ চায় যশ, খ্যাতি, সম্মান ও ক্ষমতা। মানুষের মধ্যে আছে জাতীয়তা বোধ, দেশ-প্রেম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার অদম্য বাসনা। ইতিহাস সৃষ্টির পশ্চাতে এই সকল কারণ সর্বসময়েই ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। আর অর্থনৈতিক কারণসমূহও যে ইতিহাস সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া করিতেছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছিনা; অনেক কারণের মধ্যে ইহাও একটি; তবে ইহাই একমাত্র কারণ নহে; অথচ কার্ল মার্কস ও তাহার অনুসারীরা তাহাই মনে করিয়া থাকে।

মানব সমাজের যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্মীয় ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে নানাবিধ কারণ। পারিপার্শিক অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ, জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আরও অনেক কারণেই বিভিন্ন দেশের সর্বপ্রকার জীবন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, বিভিন্ন ধরণের আদর্শ ও রুচির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা পূর্বে শাসকগণের ইচ্ছা অনুযায়ীই অবশ্য হইয়াছে বেশী; তবে এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাবও অনেকাংশে কার্যকরী হইয়াছে।

বিশ্বের মহামানবদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা কোন মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব অহিংসা ও প্রেম-ভালবাসা, মহাবীর জৈন সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন, প্রবৃত্তি দমন করিয়া নির্বাস লাভের আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া অগনিত নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন এবং বিশ্বের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছেন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও কোটি কোটি নরনারী বুদ্ধদেবের অনুগামী এবং তাহার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণ করিতেছে। যীশু খৃষ্ট প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে পথভ্রষ্ট মানবের জীবনদিশারি রূপে তৌহীদের শাশ্বত সনাতন মন্ত্র প্রচার করিতে গিয়া জীবন দান করেন; ইহারই ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর জনসংখ্যা তাঁহার শিষ্য বলিয়া দাবী করিতেছে; তাঁহার অনুগ্রহ ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ সাধনা করিতেছে। ঐতিহাসিক নবী হযরত মোহাম্মদের (দঃ) উদাহরণই হইবে আমাদের জন্য সর্ব উত্তম।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) দিশাহারা মানব সমাজের উদ্দেশ্যে যে জীবন ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া কত লক্ষ লক্ষ মানুষ হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল, কত মানুষ অম্লান বদনে নিজের সর্বস্ব বিলাইয়া দিল, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিল। শুধু তাহাই নহে— মহানবীর জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া মুসলমানগণ এক নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টির সৃষ্টি করিল। বর্তমান বিশ্বে ৬০ কোটিরও বেশী মানুষ তাহারই প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করিতেছে, ইহাদের সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যবস্থা ও আইন কানুন, ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই দেওয়া ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব মানবের বৃহত্তর অংশ হযরত মোহাম্মদের (দঃ) দেওয়া ব্যবস্থা অনুসরণ করিতেছে, অথচ ইহার পশ্চাতে না আছে কোন প্ররোচনা, না আছে কোন বল প্রয়োগ, আছে শুধু একটি আদর্শের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অকুণ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কোন অর্থনৈতিক কারণ কি ইহার পশ্চাতে ক্রিয়া করিতেছে? কোন কমিউনিষ্ট কি ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে?

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কমিউনিষ্টদের মতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নূতন ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করা হয় যে, মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা যখন তাঁহাকে আরবের রাজার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার পদতলে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিল সেই অবস্থায় তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন? তখন তাহারা তাহাদের চিরাচরিত পথ অবলম্বন করে। তাহারা বলিয়া থাকে এ ইতিহাস মিথ্যা। তাহারা প্রচার করে যে মোহাম্মদের (দঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল আরবের বুর্জোয়া পুঁজিবাদী বণিক সমাজের আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং বলপূর্বক বেদুইন আরবদিগকে পরাজিত করিয়া পুঁজিবাদী বণিকগণের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাছিল ইহার বিপরীত।

এই সময়ে আরবে যাহারা পুঁজিপতি ছিলেন—তাহার হইলেন মদীনার ইহুদী সমাজ এবং মক্কার কোরাইশগণ। প্রথম দিকে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব, বেদুইন, ক্রীতদাস এবং মদীনার কৃষক। পুঁজিপতি মক্কাবাসীরা প্রথম হইতেই হযরতের (দঃ) বিরোধীতা করিয়া আসিতেছিল এবং দীর্ঘ ২১ বৎসর পর্যন্ত তাহারা শুধু তাঁহার বিরোধিতাই করে নাই তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে, তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে এবং পরিশেষে ৮ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করিয়াছে।

তাহাদের এই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পুঁজিপতি ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হযরত মোহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। তাঁহার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে এবং পরিশেষে তাহারা তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছে এবং দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তৌহীদের আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা একাধারে ছিল বহু ইশ্বরবাদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ। এই কারণেই পুঁজিবাদী মক্কাবাসী ও ইহুদীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। হযরত পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "যাহারা অন্যায় ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে এবং আল্লার রাস্তায় (অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য এবং মহৎ উদ্দেশ্যে) খরচ না করে তাদের জন্য আছে প্রচণ্ড শাস্তি।" (কোরআন)।

তিনি আরও বলিয়াছেন, "সর্বনাশ.....তাহার জন্য যে মাল-দৌলত সঞ্চয় করে ও তাহা স্তূপ করিয়া রাখে, সে মনে করে যে, তাহার মাল তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে, কখনই না; সে নিক্ষিপ্ত হইবে হোতামায়।" (কোরআন) কোরআনের এই সমস্ত ভাষায় মহানবী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেননাই কি? ইহা কি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয়? এই প্রশ্নের জবাবেও কমিউনিষ্টরা চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করে। কমিউনিষ্টরা একদেশদর্শী দৃষ্টি ও অন্ধবিশ্বাস অনুযায়ী বলিয়া থাকে যে, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থনৈতিক কারণেই ঘটিয়া থাকে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদের অসারতা

কার্ল মার্কস জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) দর্শনের মধ্যে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়া এক নূতন দর্শন সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই দর্শনের মূল কথা হইতেছে এই যে, বিশ্বের সৃষ্টি, ইহার পরিবর্তন, ক্রমবিবর্তন ও ক্রম বিকাশের মূলে অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া নাই, সমস্ত কিছুই নিজে নিজেই হইতেছে। তবে হেগেলের মতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মূলে অপরিবর্তনীয় চরম প্রাকৃতিক নিয়ম (Unchanging supreme natural Low) ক্রিয়া করিতেছে। মার্কসের মতে 'পদার্থই আদি, এবং মন, ধারণা, বিবেক ইত্যাদি—পদার্থেরই সৃষ্টি'। "মস্তিষ্ক হইতেছে পদার্থের ক্রমঃ উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ"।*

মার্কসের মতে সৃষ্টি জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরস্পর বিরোধী শক্তির (Negative and Positive energy) সর্ব সময়েই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলেই নূতন জিনিষের সৃষ্টি হইতেছে, নূতন যে বস্তু

* "That matter is primary, since it is the source of sensations, ideas, mind and that mind is secondary, derivative, since it is a reflection of matter; that thought is a product of matter which in its development has reached a high degree of perfection, namely, of the brain". Karl Mark: Selected Works: Vol. I.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা জীব সৃষ্টি হয় তাহা পূর্বতন বস্তু বা জীব অপেক্ষা উত্তম। মন, মস্তিষ্ক, বিবেক বা চিন্তা শক্তি পদার্থের বা বস্তুরই বহিঃপ্রকাশ। কাজেই বস্তু বা পদার্থের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মন বা চিন্তা জগতেও বিদ্যমান। ফলে সমাজ জীবনেও ইহা পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টির প্রথম হইতে এপর্যন্ত সমাজ জীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তন আসিয়াছে দ্বন্দ্ব, বিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে। কমিউনিষ্টদের মতে বস্তু জগতে পরস্পর বিরোধী দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে যেরূপ পরিবর্তন আসিতেছে, চিন্তা জগত ও সমাজ জীবনেও পরস্পর বিরোধী দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ফলেই পরিবর্তন আসিতেছে। তাহাদের মতে মানব সমাজে দুইটি মাত্র শ্রেণী, একটি শোষক আর একটি শোষিত, একটি অত্যাচারী আর একটি অত্যাচারীত। কমিউনিষ্টদের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের নিয়মই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectual Materialism) নামে অভিহিত।

বিশ্বের সমস্ত ঘটনাকেই তাহারা এই নিয়মের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

এই সম্পর্কে Engels বলেন, "Consequently all history has been a history of class struggler, of struggles between exploited and exploiting, between dominated and dominating classes at various stages of social evolution".

"ফলতঃ সমস্ত ইতিহাস হইতেছে অনেক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, আর ইহা হইতেছে শোষিত ও শোষক, শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের সংগ্রাম"। অতএব কমিউনিজমের মতে বিশ্বে যত ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহা সমস্তই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এবং মানব সমাজে দুইটি মাত্র শ্রেণীই বর্তমান, শোষক আর শোষিত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিধায় আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সুধী পাঠক সমাজের ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটাইতে চাহিনা। এবিষয়ে শুধু একটি বিষয় বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি :—ইহাই সমস্তের মূল। শুধু নাস্তিকেরাই বলিয়া থাকে যে, সৃষ্টির মূলে স্রষ্টা বা অন্যকোন শক্তির ক্রিয়া নাই, সমস্ত কিছু আপনিই হয় এবং বস্তুই প্রথম; ধারণা, চিন্তা, মন ও মস্তিষ্ক পদার্থেরই পরিণাম ফল। স্রষ্টা সম্পর্কে নাস্তিকদের সহিত আমাদের কোন দিনই আপোষ হইবেনা; আর মন, মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ইহা যদি শুধু পদার্থের ক্রমোন্নতিরই ফল হইয়া থাকে তবে চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়া অন্য কোন জীব মানুষের সমকক্ষ বা তাহার—তিলমাত্র ক্ষমতারও অধিকারী হইতেছেনা কেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে জীব সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের মত অচেতন পদার্থ হইতেই ইহাদের সৃষ্টি। ইহাদের শারীরিক উপাদানগুলিও (মাংশ, হাড় ইত্যাদি) মানুষের শরীরের উপাদানের মতই, এতদসত্বেও মানুষের গুণগুলি বিশ্বের অন্য কোন জীবের মধ্যেই দেখা যায়না কেন? ইহা কি স্রষ্টার একমাত্র মহিমার জন্যই নহে?

শ্রেণী সংগ্রামের তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনাস্বরূপ উদ্‌ঘাটনই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানে যে, পৃথিবীর মানুষ এক অথবা দুই প্রকৃতির নহে; বিশ্বের মানুষ—বহু প্রকৃতির, বহু স্বভাব ও রুচি সম্পন্ন। মানুষের এই প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ীই তাহাদের মধ্যে শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। "মানব সমাজে মাত্র দুইটি শ্রেণীই বিদ্যমান এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আদিকাল হইতেই সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান"—ইহা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

কমিউনিষ্টগণের মতে বিশ্বজগতের শাশ্বত সনাতন নিয়ম হইতেছে পরস্পর বিরোধী পদার্থ এবং পদার্থ হইতে জীব ও মানুষের মধ্যে সর্বসময়ে বিরামহীন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্বের ফলে পূর্ব অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি হইতেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী বিবর্তনের মধ্য দিয়া মনুষ্য সমাজ ক্রমোন্নতির পথেই চলিতেছে এবং ইহা চলিতেই থাকিবে।

আদিম যুগের মানুষ বনজঙ্গলে নানা প্রতিকূল

(২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(২০)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৬৪ সালের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী-দের মধ্যে "রইস-উল-মুবাল্লিগীন" এহরিয়া আলী ও আর্জি লেখক মোহাম্মদ জাফরই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও অপর একব্যক্তির কার্যকরী যোগ্যতার সম্মুখে কিন্তু তাঁহাদের যোগ্যতা ম্লান হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যক্তিটীর নাম ও পরিচয় হইতেছে দিল্লীর গোস্ত বিক্রেতা মোহাম্মদ শফি'। এই ব্যক্তি পাঞ্জাবের সামরিক বিভাগে গোস্ত সরবরাহের ঠিকাদারী করিত।

মোহাম্মদ শফি উত্তর ভারতের কোন এক ধনী ব্যবসায়ী বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড-কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে মোহাম্মদ শফির পিতৃপুরুষের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শফির পিতামহ একজন দরিদ্র চাষী ছিল। কিন্তু স্বীয় যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা সে সংসারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সময়টীও ছিল অর্থার্জনের পক্ষে অনুকূল। সেই সময়ে যুদ্ধ চলিতে-ছিল, সৈনিক দলের গমনাগমন অবিরামগতিতে চলিতে-ছিল। সুতরাং সামরিক বিভাগে গোশ্‌ত সরবরাহের তাগিদ দেখা দেওয়ায় উহার জন্য এক ব্যক্তিকে কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হয়। তারপর খুব সম্ভব ১৭৬০ সালে ভারতের যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সংবাদ ইংলণ্ড বাসী-দিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল উহাও এই বংশের আর্থিক উন্নতির হেতু হইয়া থাকিবে। শফির পিতামহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ধনৈশ্বর্য্যের দ্বারা একান্ত-ভাবেই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কমিশনারিয়েট বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মচারীর পূর্ণ বিশ্বস্ত লোকরূপে ঠিকাদারী লাভ করিয়াছিলেন। শফির পিতাও পৈত্রিক ব্যবসায়ে আরও উন্নতি লাভ করেন। এইভাবে তিনি বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হন। পশু পালক দিগকে নগদ স্বরূপে প্রচুর অর্থ দিয়াও তাঁহার হাতে আরও প্রভূত অর্থ থাকিয়া যাইত এবং সেই অর্থে তিনি উপযুক্ত সম্পত্তি রেহেণ রাখিয়া সুদের বিনিময়ে কর্জ দিতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রের জন্য বিরাট ভূসম্পত্তি ও প্রচুর নগদ অর্থ রাখিয়া যান। ভারতবাসীর চরিত্রে পৈত্রিক পেশা অবলম্বনের যে গতানুগতিক মনোবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে উহা দ্বারা চালিত হইয়া শফিও পৈত্রিক পেশা অবলম্বন করিল। কর্জ্জ-দাতা উত্তমর্ণ এবং সামরিক বিভাগের গোশ্‌ত সরবরাহের ঠিকাদারী করিয়া শফিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছে। বলাবাহুল্য, সামরিক বিভাগের ঠিকাদার হিসাবে সে যে পদ-মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিল উহারই সুযোগ গ্রহণ পূর্বক ষড়যন্ত্রকারী দিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার দরুণই আজ তাহাকে ষড়যন্ত্র কারী আসামী স্বরূপে আম্বালার জেল খানায় হাজত বাস করিতে হইতেছে।

মোহাম্মদ শফি রইসুল মোবাল্লিগীন এহরিয়া আলীর সহিত ষড়যন্ত্র ক্রমে বিদ্রোহী দিগকে নানা ভাবে সাহায্য যোগাইয়াছে। সৈনিক দিগকে গোশ্‌ত সরবরাহের জন্য তাহাকে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এজেন্সী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল এবং সেই সকল এজেন্সীর মাধ্যমে যে জেনারেলী সড়কের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিত প্রধান প্রধান বৃটিশ সামরিক ছাউনী সমূহে গোশ্‌ত সরবরাহ করিত। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী দিগের সহিত তাহার পূর্ব পুরুষ হইতে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। বিরাট কারবার চালাইবার জন্য উত্তর ভারতের সর্বত্র তাহাকে অসংখ্য কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহার এই ব্যবসায় সীমান্তের অপর পরিস্থিতি আমাদের মিত্র স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই ব্যবসায়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতি বৎসর সে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জন করিয়াছে। সে একান্ত ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি ছিল। প্রত্যেক ঠিকা সে সময়মত পূরণ করিয়াছে এবং আজাবহ ভৃত্যরূপে উপর ওয়ালাদের আদেশ পালন করিয়াছে। সে কমিশনারিয়েট বিভাগের উচ্চতম কর্মচারী বৃন্দকে প্রভাবিত করিয়া সীমান্তের অপর পারে গোশ্‌ত সরবরাহের যে ছাড়পত্র লাভ করিয়াছিল উহারই দ্বারা সে বিদ্রোহী দিগকে সাহায্য করার সুযোগ লইয়াছিল।

আমাদের বিশ্বস্ত ঠিকাদার হিসাবে সে যে প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিল, সেই প্রভাবকে আমাদের ধ্বংসকার্যে প্রযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সুদের বিনিময়ে অর্থ যোগাইত এবং সামরিক বিভাগের বিশ্বস্ত ঠিকাদার হিসাবেঅত্যন্ত চালাকীর সহিত সীমান্তের বিদ্রোহী ক্যাম্পে টাকা পয়সা পৌছাইয়া দিত। তাহার অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে কোন প্রকার ধর্মীয় ভাব অথবা দেশাত্মবোধের প্রেরণা ছিলনা। তাহার চরিত্র হইতে কখনই কোন প্রকার দেশোদ্ধারী বা বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নাই, এবং জেহাদী আত্মোৎসর্গের অপরাধেও সে অপরাধী নহে। সেসব বিষয়ে সে নিজেকে একান্তই দূরদর্শী, চালাক, নীচ রুচিসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। সে মাত্র স্বীয় অন্তরের অর্থ গৃধ্নুতায় নীচ বুদ্ধি চালিত হইয়া এই বিপজ্জনক পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল। সে ধারণা করিয়াছিল যে, সে গবর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ আস্থা ও প্রতিভা অর্জন করিয়া রহিয়াছে তাহাতে এই পথে তাহার পক্ষে বিপদগ্রস্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। এহ্‌রিয়াআলী ও আজ্জি লেখক মোহাম্মদ জাফর কখনই আমাদের নিকট রাজানুগত্যের শপথ উপস্থিত করেননাই অথবা কোন প্রকার অনুগ্রহের প্রার্থনাও জানাননাই। তাহারা একান্তভাবে আদর্শ চালিত, নীতিনিষ্ঠ এবং ধর্ম ও দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত মানুষ। তাহাদের সম্বন্ধে বেশীকিছু বলিতে চাহিলে মাত্র এইটুকুই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা ভ্রান্তধর্ম বুদ্ধিতে চালিত হইয়া বিপজ্জনক পথ ধরিয়া এই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন। সুতরাং আজ তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধের জন্য চরম দণ্ড গ্রহণ করিতে হইলেও ইতিহাস চিরদিনই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কিন্তু মোহাম্মদ সফির অবস্থা সম্পূর্ণতঃ স্বতন্ত্র। সে দংশন করিয়া অভিসন্ধি চালিত হইয়া আমাদের হস্তচুম্বন করিতে আসিয়াছিল। বেদ্রোহীদিগের সহিত তাহার যে সম্পর্ক তাহাও অত্যন্ত কুৎসিত। সে ত্যাগের প্রেরণায় চালিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেনাই। সে যাহা করিয়াছিল অধিক অর্থার্জনের হীন মনোবৃত্তিতে চালিত হইয়া। তাহাদের দালালী করিয়া সে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করিয়াছে। আম্বালার জেলখানায় যেসমস্ত ধর্মবুদ্ধি চালিত ষড়যন্ত্রশীল বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধীর সহিত তাহাকে হাজতবাস করিতে হইতেছে তাহাদের চরিত্রের সহিত সফির চরিত্রের কোনই সামঞ্জস্য নাই। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে রোমে যেসকল দুষ্কৃতকারীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং "সীসারো" (Cecero) কর্তৃক আলাময়ী বর্ণনার মধ্য দিয়া যাহাদের পরিচয় আমরা জানিতে পারিয়াছি মোহাম্মদ সফিকে যেকোন দুষ্কৃতকারীদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সেই সকল দুষ্কৃতকারীদিগের মধ্যে ওপিয়ানসিসের (Oppinceins) নির্দয়তা এবং ল্যাণ্টুলাস্ (Lantulus) এর দুঃসাহস এরূপ সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল যে, রণতরী উপকূলে উপস্থিত হইতে দেখিয়াও তাহারা জলদস্যুদের সঙ্গত্যাগ করেনাই।

বস্তুতঃ যে একাদশ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার ষড়যন্ত্রের অপরাধে গ্রেফতার করিয়া আম্বালার জেলখানায় আবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং দীর্ঘদিন যাহাদিগকে আম্বালার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেসনজজের সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত থাকিয়াও দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহাদের চারিজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়াছি এবং এস্থলেও সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় উপস্থিত করিয়া অপর আটজন আসামীর বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম এহ্‌য়িয়া আলী ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতির অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় আবদুল গফফারের উপর দারুল এশায়াতের রাজনৈতিক বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তৃতীয় থানেশ্বরের আর্জী লেখক মোহাম্মদ জাফর, বাংলা হইতে সংগৃহীত ও প্রেরিত রংরুট ও অর্থ ভাণ্ডার পাঞ্জাবের পথে সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে পার করিয়া দিত। চতুর্থ, বৃটিশ সামরিক বাহিনীর পোশ্‌ত সরবরাহের কণ্ট্রাকটর মোহাম্মদ শফি বিদ্রোহী ক্যাম্পে টাকা পয়সা পৌছাইয়া দিত এবং সৈনিকদলের ঠিকাদার হিসাবে আমাদের সৈনিকদিগের গমনাগমন ও অবস্থিতির সংবাদ জানিয়া তাহা বিদ্রোহীদিগকে জানাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিত।

অপর আটজন আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে সেসন জজ স্বীয় রায়ে যে বক্তব্য করিয়াছেন, আমি এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। আসামী আবদুররহিম সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার গৃহটি বিদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্র পাকাইবার আড্ডাখানায় পরিণত হইয়াছিল এবং বাংলা হইতে সংগৃহীত রংরুটদিগকে তাহারই বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত এবং আহার বিহার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারের বন্দোবস্ত সেইই করিত। মুজাহিদ-দিগকে টাকা পয়সাও সেই পাঠাইয়া দিত। তাহারই জানানা মহলের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার শ্যালক ইয়াহিয়া আলী স্ত্রীলোকদিগকে জিহাদী বক্তৃতা শুনাইত। অবশ্য ইয়াহিয়া আলীর প্রতিভা ও যোগ্যতার সহিত সে তুলিত হইতে পারেনা বটে এবং তাহার খ্যাতিও সেইরূপ সুদূর প্রসারী হইতে পারেনাই, কিন্তু ভারত হইতে ইংরেজ নিপাতের জন্য সে স্বীয় সাধ্যানুসারে চেষ্টা চরিত্র চালাইতে ত্রুটি করেনাই।

এলাহিবখশ সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর নিকট পৌছাইবার জন্য পাটনা কেন্দ্রে যেসমস্ত টাকা পয়সা জমা হইত এলাহিবখশ উহা থানেশ্বরের আর্জী লেখক মোহাম্মদ জাফরের নিকট পৌছাইয়া দিত। হোসানী সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এলাহিবক্স বিদ্রোহী ক্যাম্পে টাকা পয়সা পৌছাইবার জন্য তাহাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিল। সে ইয়াহিয়া আলীর আদেশ মোতাবিক জাফর থানেশ্বরীর নিকট পৌছাইবার জন্য আবদুল গফফারের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ পূর্বক নিজের গায়ের ওয়েষ্ট কোটের মধ্যে পুরিয়া সেলাই করিয়া দিল্লীর পথে গমন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার নিকট ছয় হাজার মনিঅর্ডারের রসিদও পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহী-দের উদ্দেশ্যে সেসম্যক ভাবে অবগত থাকিয়া এই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

কাজী মিয়াজান সম্বন্ধে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, এই ব্যক্তি বহু দেশে বিদ্রোহ প্রচার করিয়া রংরুট ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করিত এবং উৎ-সাহী বিদ্রোহী স্বরূপ গুপ্ত চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিত এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিসমূহ যথাস্থানে পৌছাইয়া দিত। পাটনার মাধ্যমে সীমান্ত হইতে আগত এই ধরণের একখানি ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক পত্র তাহার গৃহ তল্লাসী করিয়া পাওয়া গিয়াছিল। এই ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে তিন চারিটি ছদ্মনামে পরিচিত ছিল।

আবদুল করিম সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সে-গোশ্‌ত সরবরাহকারী মোহাম্মদ শফির এজেন্ট স্বরূপে বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থ পাটনা হইতে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত অর্থ সমূহ বিদ্রোহী ক্যাম্পে পৌছাইয়া দিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সে ইয়াহিয়া আলীর পত্রা-দিও আদান প্রদান করিত।

থানেশ্বরের মোঃ হোসেনী সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সে আর্জি লেখক মোহাম্মদ জাফর ও ঠিকাদার মোহাম্মদ শফির গুপ্তচর হিসাবে কার্য্য নির্বাহ করিত এবং জাফরের নিকট হইতে দুইশত নব্বইটি সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া মোহাম্মদ শফির নিকট গমনকালে সে ধরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পড়িয়া যায়। ঐ অর্থ শফির মারফত বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরণের জন্য লইয়া যাইতেছিল।

দুইনম্বর আবদুল গফফার সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সে পাটনার ইয়াহিয়া আলীর একজন মুরিদ ছিল এবং ইয়াহিয়া আলী তাহাকে রংরুট প্রেরণে সাহায্যের জন্য জাফরের নিকট থানেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া জা'ফরের কাজে সাহায্য করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সে ইয়াহিয়া আলীর সহিত ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি পত্রের আদান প্রদান করিয়াছে।

এই বিদ্রোহের মূলে বিস্ময়কর প্রতিভা ও যোগ্যতা কাজ করিয়াছিল বলিয়া উহা সুশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিকল্পনা মোতাবিক দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যে তিনটী পরিকল্পনা মূলক সংগঠনের ভিত্তির উপর এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল উহাদের গুণাগুণ লইয়া চিন্তা করিতে গেলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। প্রথম, সংগঠনের নায়ক হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় কর্ম্মীবৃন্দের বিস্ময়কর চরিত্রনিষ্ঠা, সততা, সংযম, লোভশূন্যতা, সধর্ম্মের প্রতি অটুট অনুরাগ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কঠোর ত্যাগ-স্পৃহা। দ্বিতীয়, তাহাদের গোপনীয়তা, সমস্ত ব্যাপারকে তাহারা এরূপ গুপ্ত আবরণের অন্তরালে রাখিয়া কার্য্যনির্বাহ করিয়াছে যে, শত চেষ্টা করিয়াও কাহারও পক্ষে উহার স্তর ভেদ করা সম্ভবপর হয়নাই। তৃতীয়, বিদ্রোহীদিগের পরস্পরের মধ্যে অটুট আস্থা ও নির্মল ভ্রাতৃত্ববোধ। এই ভ্রাতৃত্ববোধ তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এরূপ দৃঢ়তার সমিত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহারা প্রত্যেকের হিতাহিতকে নিজের হিতাহিত বলিয়া মনে করিয়াছে এবং একের রক্ষার্থে অন্যে জীবনোৎসর্গ করিতেও পাশ্চাৎপদ হয়নাই। পক্ষান্তরে কার্য্য নির্বাহের এবং সে জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে পত্রাদি আদান প্রদানের ব্যাপারে তাহারা অভিনব উপায়ে যেরূপ গুপ্ত ও সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহাকে ষড়যন্ত্রের ইতিহাসে বিস্ময়কর বলা যাইতে পারে। তাহারা তাহাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় যুদ্ধকে মোকদ্দমা নামে, খোদাকে আইন সম্মত এজেন্ট, স্বর্ণ মুদ্রাকে লালবর্ণের হীরা, অথবা দিল্লীতে নির্মিত সোনার জরীর জুতা, কিম্বা লালবর্ণের জন্তু এবং স্বর্ণ মুদ্রার আদান প্রদানকে লালবর্ণের দানার তসবী, টাকা পয়সা আদান প্রদানকে পুস্তক আদান প্রদান এবং ড্রাফট ও মণি-অর্ডারকে সাদা প্রস্তর এবং উহার সংখ্যাকে তসবী দানার সংখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যেমন এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া বলা হইত "এক সহস্র দানার তসবী পাঠান হইল" ইত্যাদি। (১৮৬৪ সালে পাঞ্জাবের জুডিশিয়ান কমিশনারের নিকট অনুষ্ঠিত আপীল মোকদ্দমার ফয়সালা নথিপত্রের ১৮৪ ও ১৮৭ প্যারা হইতে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে।)

এস্থলে সত্যের খাতিরে আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহীদের মধ্যে একমাত্র সামরিক বিভাগের গোশতের ঠিকাদার মোহাম্মদ শফি ছাড়া অপর কাহারও মনে কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধি ছিলনা। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে আপনাপন অন্তরের আদর্শ প্রীতির প্রেরণা চালিত হইয়া বিবেকের তুষ্টি লাভার্থে করিয়াছে। এজন্য মৃত্যুবরণ করিয়াও কর্তব্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য তাহারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজ বিচারকও একান্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাদের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ আম্বালার বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত আসামীগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতি চরম দণ্ড প্রযুক্ত হইবে এবং ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া তাহারা শহিদের গৌরবাত্মক মর্য্যাদার অধিকারী হইবে। কিন্তু ফাঁসীর পরিবর্ত্তে তাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাদের সে আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে পারেনাই।

(মওলানা ইয়াহিয়া আলী প্রভৃতির প্রতি প্রথমে মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বে পাঞ্জাবের জুডিশিয়ান কমিশনার আম্বালার জেল খানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ফাঁসীর আসামীগণ একান্তই আনন্দের সহিত দিন কাটাইতেছেন। জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে খোঁজ খবর লইয়া তিনি জানিলেন, তাহারা এবাদত বন্দেগী তেলাওত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও জিকিরের মধ্য দিয়ে পরম তৃপ্তির সহিত সময় অতিবাহিত করিতেছেন। ওজন লইয়া দেখা গেল প্রত্যেকেরই দেহের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিশনার প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের ফাঁসীর দিন'ত ঘনাইয়া আসিয়াছে এত হাসিখুশীর কারণ কি? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন :—"আমাদের সহকর্মীদের যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহারা সমর ক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ করিয়া শহীদের গৌরবান্বিত পদলাভ করিয়াছেন, ফাঁসী হইয়া গেলে আমরাও শহীদের মর্যাদা লাভ করিতে পারিব বলিয়া আমরা আনন্দিত। ইহার পর ফাঁসীদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। অনুবাদক)।

কলিকাতার পূর্বাঞ্চলবাসী গোঁড়া মুসলমানগণ নিজদিগকে ওয়াহাবী নামে পরিচিত না করিয়া ফারাজী নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আফরাজ শব্দ হইতে এই ফারাজী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আফ্‌রাজ মানে উন্নত। এই দলের লোকেরা তীতুমীরকে উক্ত মতের প্রবর্তক মনে না করিয়া ১৮২৮ সালে ঢাকা অঞ্চলে প্রচারকারী হাজি শরিয়তুল্লাহকে ঐ মতের প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

[সৈয়দ আহমদ সাহেব সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী যে-সমস্ত উরদু ও ফারসী ভাষায় লিখিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে উহার কোন কোন পুস্তকে ফরিদপুর নিবাসী হাজি শরিয়তুল্লাহ নামক একব্যক্তির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি দুইবার হজব্রত পালন করেন এবং চৌদ্দ বৎসর কাল পবিত্র মদীনাধামে অবস্থিতি করিয়া আসিয়া ধর্ম সংস্কার ও প্রচার আরম্ভ করেন। আমার যতদূর মনে হয় তাঁহার নিবাস ছিল মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে এবং বিখ্যাত পীর আবু খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমদ ওরফে বাদশা মিয়ার ইনি প্রপিতামহ হইবেন। (অনুবাদক)]।

কখনও কখনও তাঁহারা আপনাদিগকে সংস্কার প্রাপ্ত নূতন মুসলমান বলিয়াও জাহির করিয়া থাকে। কলিকাতার পূর্বাঞ্চলের জেলা সমূহে এই দলের বিপুলসংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, ১৮৩১ সালে একজন চারি সহস্র লোক সহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে তাহাদিগকে দমনের জন্য প্রথমে কলিকাতা হইতে মিলিশিয়া বাহিনী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়। অতঃপর তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৩ সালে এই দলটি যে বিপদজনক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। বাংলার পুলিশের অধিকর্তা এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই দলের এক নেতা বক্তৃতার দ্বারা ৮০ আশ হাজার মুসলমানকে মুরিদ করিয়া তাহাদিগকে ভ্রাতৃবন্ধনে নিবদ্ধ করিয়া এরূপ অটুট একতার ভূমিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, জামায়াতের প্রত্যেকেই আপনাপন ইষ্টানিষ্টকে জামআতের ইষ্টানিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছে। পরবর্তী কালের খলিফাগণ, বিশেষ করিয়া ইয়াহিয়া আলী দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার ফারাজিদিগকে উত্তর ভারতের ওহাবী দিগের সহিত সম্মিলিত করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং বিগত ত্রয়োদশ বৎসরকাল ধরিয়া এই দলের লোকদিগকে আমরা কখনও সমরক্ষেত্রে হতাহত বা বন্দী অবস্থায় আবার কখনও বা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার আসামী রূপে আদালতের কাঠগড়ায় এবং জেল সমূহের হাজত খানায় দেখিয়া আসিতেছি।

১৮৫৪ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত বাংলা হইতে সংগৃহীত রংরূট ও অর্থ ভাণ্ডার পূর্বের ন্যায়ই নিয়মিত ভাবে সীমান্তের বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং এই ষড়যন্ত্রকে আয়ত্বে আনিবার জন্য আমাদিগকে একটী স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিভাগ খুলিতে হইয়াছে। বলাবাহুল্য মাত্র একটী প্রদেশের অর্থাৎ বাংলার বিদ্রোহীদিগের অনুসন্ধান লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে যে বিপুল ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়াছে, তাহা স্কটল্যাণ্ডের সমসংখ্যক লোক বসতী সম্বলিত এলাকার রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক। এই বিপুল অর্থ ষড়যন্ত্রকারীদিগের অনুসন্ধান ও মোকদ্দমাদির জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের বীজ এরূপ ব্যাপক আকারে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পরিয়াছিল যে, উহার কিনারা নয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার মূলের সংবাদ একমাত্র দলের কর্ম্মীরাই অবগত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা আপনাপন জীবন দিয়াও দলের নেতা ও কর্ম্মীদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

—মেহরাব আলী বি, এ,

রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্রমাভিব্যক্তি

মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীর উক্তি সুস্পষ্ট। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা গুলি অবশ্য সেকালের কথা হইলেও তাহা এতই প্রগতিশীল যে, তাহা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আর আধুনিক রাজনীতির প্রসিদ্ধ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করা একই কথা।

তিনি বলেন :—"মানুষ স্বাভাবিকভাবে কতিপয় বিশেষ স্বভাবের অধীন। মানুষের পক্ষে একক জীবন-যাপন করা আদৌ সম্ভবপর নহে। বরং সামাজিক জীবনে মানুষ একান্তভাবে একে অপরের উপর নির্ভর-শীল। মানুষ নিজে যেমন রক্ত মাংসের জীব, তেমনি রক্ত মাংসের জীব অন্য মানুষের অনুক্ষণ সংস্পর্শ কামনা তাহার অন্তরের ধর্ম। মানুষ প্রধানতঃ দুইটি কারণে পরস্পর সাহচর্যের আকাঙ্খী হইয়া থাকে। প্রথম কারণ—মানুষের মধ্যে জনন ক্রিয়ার প্রয়োজন। এই জনন ক্রিয়া সংশোধিত হয় বিরুদ্ধ লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গমে। আর দ্বিতীয় কারণ—মানুষ তাহার কর্মজীবনে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা এবং সন্তান-সন্ততিগণের লালন পালন ব্যাপারে নির্ভরশীল পরের উপর। যৌন সঙ্গমের ফলে হয় মানুষের বংশাবলীর জন্ম ও বৃদ্ধি। কিন্তু তাহাতে মানুষের জীবনটা সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ হয়না। মানুষের কাছে পুত্র, কন্যা ও পরিবার পরিজনেরা হাজারও প্রিয়তর হইলেও তাহাদের পরিবেষ্টিত জীবনটাই মানুষের কাছে সম্পূর্ণ নহে। বরং ঐটুকু পরিবেশের মধ্যে গণ্ডীভূত জীবন মানুষের কাছে মনে হয় দুর্বিসহ ব্যাপার। তাই প্রত্যেক মানব-স্বভাবের মধ্যে দেখা যায় বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে সহযোগী হইবার আন্তরিক কামনা—যে কামনার বলে মানুষের কাছে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নির্ভরশীলতা প্রশ্রয় লাভ করে সহযোগী সংস্থারূপে। আর এই সহযোগিতার প্রশ্রয় লাভের মূলীভূত কারণ হইতেছে—ব্যবহারিক বা কারিগরী জীবনে কোন মানুষই আত্মসর্বস্ব বা স্বাবলম্বী নহে, বরং প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখাপেক্ষী। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—কৃষক তাহার জমি একা একা চাষ করিতে পারেনা। কেননা তাহার জমি চাষের জন্য যেসমস্ত যন্ত্রপাতির দরকার, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি হইল সূত্রধার ও কর্মকারের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু। আর যে খাদ্য খাইয়া কৃষক পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহাও তৈয়ার হইয়া থাকে শষ্যসেবক ও পাচকের দ্বারা। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ হয় যে, মানুষ আদৌ একাকী জীবনযাপন করিতে সক্ষম নহে। বরং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সে অপরের সাহায্য ও সহযোগীতার মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য"। আরও দেখা যায়, মানুষের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির প্রকোপ নিবারক নিরাপদ বাসগৃহের এবং এমন শক্তিশালী নিরাপত্তা যাহার বলে মানুষ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যাহত করিয়া শান্তিতে একে অপরের সহযোগী হইয়া বসবাস করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। তজ্জন্য মানুষ যৌথ শক্তির দ্বারা বসতির চারিদিকে প্রতিরক্ষা প্রাকার নির্মাণ করিয়া থাকে। "ইহারই ফলে হইয়াছে নগরাদির পত্তন"। "মানুষের স্বভাবের মধ্যে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়। মানুষ যখন এক জায়গায় একত্রে বাস করে তখন তাহার ফলে হয় পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের লেন-দেন। আর এই লেন-দেনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই সৃষ্টি হয় তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা কলহের সূত্রপাত। এই অবস্থায় যদি মানুষকে তাহাদের কলহরত ভাগ্যচক্রের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে নিরন্তর বিবাদ-বিসম্বাদ আর যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা মানুষ যে অবশেষে নিজেদের দ্বারা নিজেরাই নিপাত হইয়া যাইবে—একথা না বলিলেও নিশ্চিত"। অধিকন্তু ইহাও দেখা যায় যে, সমাজে এমন অনেক লোক আছে যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই সমস্ত অক্ষম ব্যক্তির ভরনপোষণ ব্যবস্থিত হওয়া দরকার কার্যতঃ সমাজের দায়িত্বে। এইভাবে যদি প্রত্যেকের ঘাড়ে এক একটি করিয়া সমাজ-দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহাহইলে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কেহই সমাজের বোঝা হইতে পারেনা। এইরূপ সহযোগী অবস্থার অবসরে নিশ্চয়ই দেশে কিছু নূতন শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হইতে পারে। এই গড়িতব্য জিনিষগুলির মধ্যে হইল ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য মাপ বা জরিপ, অনধিকারী শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন, জনসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পরিচালিত ও মানুষকে যথার্থ সীমার মধ্যে গণ্ডীভূত করিয়া রাখার নিমিত্ত দরকার ফিকাহ ও শরীয়তী আইন কানুনের আর সর্বশেষে দরকার মানুষের সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মানুষকে সুস্থ প্রগতিশীল জীবনযাপনের সুযোগদানের জন্য সালিশ, বিচার ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র। "জনসাধারণের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত জিনিষের দরকার। আর সেই সঙ্গে দরকার প্রত্যেক মানুষকে তাহার জীবনে সুব্যবস্থিত করিয়া রাখার জন্য কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির সরাসরি তত্ত্বাবধানের যাঁহারা নিঃসন্দেহে হইবেন অপরিমেয় জ্ঞান, অবারিত ইচ্ছাশক্তি এবং নায়কগিরী করিবার মত ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী। মানুষ যখন নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকে, তখন অপরের কাজে সাহায্যে আগাইয়া আসিতে না পারাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এখানে একথা না বলিলেও চলে যে, অন্যান্য জীবজন্তুর মত মানুষও তাহার দৈনিক খাদ্য পাইতে একান্ত লালায়িত।" রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালী সুস্পষ্ট মত পরিপোষণ করেন। তাঁহার মতে একজন কালেক্টর, একজন এ্যাসেসর, একজন ট্রেজারার ও একজন পে-মাষ্টার থাকিবেন রাজস্বের দায়িত্বে। 'কালেক্টরে'র কাজ রাজস্ব আদায় করা। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 'কালেক্টরে'র নীতি হইবে যথার্থ দয়া ও ন্যায় পরায়ণতার অনুবর্তী হওয়া। 'এ্যাসেসরে'র কাজ রাজস্বের যথার্থ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা। 'ট্রেজারারে'র কাজ আদায়কৃত রাজস্বের সংরক্ষণ করা। এবং পে-মাষ্টারে'র কাজ অনুমোদিত বা বরাদ্দকৃত অর্থ বিতরণ করা। ইমাম গাজ্জালী বলেন যে, দেশ পরিচালনার জন্য একজন 'রাষ্ট্রপতি' বা 'আমীর' নির্বাচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। নির্বাচিত 'রাষ্ট্রপতি' বা 'আমীরে'র কাজ হইবেক "যাবতীয় কর্মচারীর নিয়োগপত্র দান করা, রাজস্ব ব্যাপারে ন্যায় বিচারের লক্ষ্য করা, রণক্ষেত্রে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করা, সৈন্যদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা এবং যুদ্ধাদি পরিচালনা করার জন্য সেনাপতিগণকে নিযুক্ত করা। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতির বা আমীরের পক্ষে আরও বহু করণীয় দায়িত্ব রহিয়াছে যেমন দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা, আমলা কেরানী, ম্যাজিষ্ট্রেট ও ট্রেজারার নিয়োগ করা ও তাহাদের বেতন বা ভাতার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া। ইমাম গাজ্জালী দেশের জনসমাজকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। (ক) জোতদার, কৃষক ও শিল্পী বা কারিগর। (খ) যোদ্ধা এবং (গ) আমলাশ্রেণী অর্থাৎ চিরাচরিত ভাষায় যাহাদিগকে বলা হয় কলম পেষা লোক। অবশেষে তিনি অর্থনৈতিক বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে অতি আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে চরম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাতন বিনিময় প্রথার স্থলে প্রচলিত মুদ্রার বহুমুখী সুবিধার কথাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহা বাদেও তিনি আন্তঃবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে একদেশ হইতে অন্যদেশে মালপত্র চলাচলের প্রয়োজনীয়তা এবং তদুদ্দেশ্যে ধাতু মুদ্রার প্রচলনের অনিবার্যতার উপর জোর দিয়াছেন।

এই সমস্ত বাদেও ইমাম গাজ্জালী যে শাসনকর্তা নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতী তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সঙ্গত কারণও দর্শাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস শাসনকর্তা বা রাষ্ট্রপতির অভাবে বা অবর্তমানে পার্থিব সমস্যাদি নিষ্পত্তির জন্য কোন সুসংহত সংস্থার আশা করা বাতুলতা মাত্র এবং এই প্রকার সংস্থার (শাসনযন্ত্রের) অভাবে ইস্‌লাম অনুমোদিত ও বিধি সঙ্গত রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশে স্বর্গীয় আদেশাবলীর অনুশীলন হওয়াও সম্ভবপর নয় বলিয়া ইমাম গাজ্জালী দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। তিনি বলেন, একজন শাসনকর্তা (যে শাসনকর্তার আনুগত্য স্বীকার করা স্বাভাবিক ভাবে মানুষের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পক্ষে মানিয়া লওয়া উচিত) না থাকিলে দেশে চলিতে থাকিবে "বিরামহীন অরাজকতা, নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষের পুনঃপৌনিক প্রাদুর্ভাব, গবাদি পশুর মহামারী এবং সমস্ত শিল্প ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানের চির অবসান।" উপরন্তু তাঁহার মতে মানসিক বৈষম্য ও ব্যক্তিমতের বিভিন্নতার ভিত্তিতে জনসাধারণ কতিপয় সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদায় বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ হইলে ফল হইবে এই যে, এমন গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, যাহারা দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুসংহত ব্যবস্থায় চালু রাখিতে ও আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ হইবেন।

এইভাবে ইমাম গাজ্জালী রাষ্ট্রের রূপ বিন্যাসের স্বপক্ষে যে সমস্ত অত্যাধুনিক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পাঠকগণ আশ্চর্য বোধ না করিয়া পারেননা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়া রাখা দরকার যে, ইমাম গাজ্জালী এ্যারিষ্টটলের 'মানুষের সামাজিক প্রকৃতি" মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়ার পরেও গোত্র ভিত্তিক সমাজের জীর্ণস্তূপের উপর কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে মনুষ্য সমাজের স্থূল সমস্যাদির সম্মুখীন হইয়াছেন এবং এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তার ক্রমোন্নতির পথে অবশেষে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন গিয়া 'রাজতন্ত্র' বা একাধিপত্যমূলক মতবাদে। গাজ্জালী হোব্‌স এর 'না-সূচক' উক্তির পরেও কার্যকারণ সম্বন্ধে স্বমত পোষক যুক্তি তর্ককেই গ্রহণ করিয়াছেন অবলীলাক্রমে। আর যে ক্ষেত্রে হোব্‌স, লুক্, রুশো এবং আরও অনেকানেক দার্শনিকেরা কল্পিত মানুষ অর্থাৎ যে মানুষের অস্তিত্ব আদৌ বিদ্যমান ছিল কিনা সন্দেহ—সেই মানুষের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—সেই ক্ষেত্রে গাজ্জালীর আলোচ্য মানুষ সমাজ হইতেছে সেই মানুষ—যাহারা জীবিত, সৎ, সক্ষম, কর্মশীল অর্থাৎ নিত্যকার জীবনে আমরা যেই সমস্ত মানুষকে দেখ্‌তে পাই বস্তুতঃ তাহারাই হইল গাজ্জালীর আলোচনার উপজীব। পরস্পর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ পার্থিব জীবনের জয়যাত্রার ক্ষেত্রে যাহা মানুষের সহজাত স্বভাবের অন্যতম, সেই পর নির্ভরশীলতা নীতিই হইল গাজ্জালীর সকল যুক্তি তর্কের ভিত্তি আর একাধিপত্যমূলক শাসন-ব্যবস্থার যাবতীয় ব্যাপারের কেন্দ্রবিন্দু। ইমাম গাজ্জালীর সাত শত বৎসর পরে হইয়াছিল 'একাধিপত্য'-সম্বন্ধে অষ্টিনিয়ান মতবাদের জন্ম। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে তাহা গাজ্জালীর মতবাদের চাইতে আদৌ অগ্রতর নহে। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সেই মহাদার্শনিক অন্য কিছু না করিয়া কেবল যদি ইষ্টেট সম্পর্কিত মতবাদ টুকুই প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তবুও নিঃসন্দেহে তাঁহার অবদান সে সকল যুগের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের পথিকৃত হইয়া থাকিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ইষ্টেট, আইন, গণতন্ত্র ও ধর্ম :—

ইমাম গাজ্জালী নির্দেশ করেন যে, মনুষ্য স্বভাবের মধ্যে দুইটি সত্তা বিদ্যমান—ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তা বা সমষ্টিগত সত্তা। এই সত্তাদ্বয়ের বাস্তব রূপ তখনই দেখিতে পাওয়া যায় যখন মানুষের পরিচয় থাকে সামাজিক জীব হিসাবে। তিনি আইনের কার্যকারীতার পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন যা ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের সামাজিক বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে আর শাসক দ্বারা শাসিতের প্রতি সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। তিনি বলেন, মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে সুবিচার করিয়া চলে তাহাহইলে আইন ও আইনজীবিদের কোনই দরকার হইতনা। তাহা না করিয়া মানুষ অপরের সম্পত্তি অধিকার, অপরের জীবনযাত্রার অধিকারকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দমন প্রভৃতি অন্যায় নীতির পরিচর্চার প্রতি নিতান্ত আগ্রহশীল। এই সমস্ত কারণেই আইনের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন দেখা দেয় সমাজে মানুষের জীবনে। গাজ্জালীর ভাষায় আইনের সংজ্ঞা হইল "যে বিজ্ঞান মানুষের বিষয়-আশয়, বিবাহ ও অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করে" এবং চলতি রেওয়াজ অনুসারে যে শাসক মানুষের আচার ব্যবহারের আইনগত সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়—মোট কথায় তাহাই হইল আইন শাস্ত্র। "এই হিসাবে ফকীহগণকেও শাসনযন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ বলা অযৌক্তিক নহে। কেননা কলহপ্রিয় মানুষের মধ্যে মাধ্যমের কাজ করিবার দায়িত্ব হইতেছে কৌশলী ফকীহগণের। (শাসনতান্ত্রিক আইনের বিশেষজ্ঞ হিসাবে) একজন ফকীহ্ গুরুত্বপূর্ণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসনব্যাপারে হইতে পারেন শাসনকর্তা ও তাঁহার পরিষদবর্গের উপদেষ্টা স্বরূপ।" গাজ্জালী রাষ্ট্র ও ধর্মের সঠিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তামত নির্দেশ করিতে যাইয়া বলেন যে, রাষ্ট্র ও ধর্ম যেন দুইটি অমজ যোন। ধর্ম মানুষের সমাজের ভিত্তি আর রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ধর্মের রক্ষক স্বরূপ। অতএব কোন ক্রমে ভিত্তি দুর্বল হইলে সমগ্র কাঠামোটি ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা। আর শাসনকর্তা যদি কোন ক্ষেত্রে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে অবহেলা করেন বা পরাঙ্মুখ হন, তাহার ফল হয় এই যে, ভিত্তি রক্ষার জন্য তাহার পরে আর কাহাকেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ শাসনকর্তাই হইলেন ভিত্তি রক্ষা করার শেষ ব্যক্তি। সামাজিক মানুষের পরস্পর নির্ভরশীল এই মহৎ প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে উপরোক্ত রূপকের সাহায্যে পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ইমাম গাজ্জালী। আর গাজ্জালীর আমলে অনুসৃত আদর্শের স্থিতি সাম্যাবস্থার সহিত বেশ খাপ খাওয়া ভাবে তুলিত হইয়াছে এই রূপকটি।

জীবনের সহিত বিজ্ঞানের সাদৃশ্য

ইমাম গাজ্জালী রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান গুলিকে একটি জীবন্তদেহের ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "বন্ধুগণ! তোমরা নগরকে একটি শারীরিক দেহ স্বরূপ মনে করিবে—ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইল তাহার 'অঙ্গ প্রত্যঙ্গ' ক্ষমতাধীন ম্যাজিষ্ট্রেট হইল তাহার 'বাসনা'; পুলিশ কর্মচারীগণ হইল তাহার 'ক্রোধ' রাজা হইলেন তাহার 'আত্মা'; আর মন্ত্রীগণ হইলেন তাহার 'সাধারণ জ্ঞান'। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করা শাসনকর্তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট—যাহাকে 'বাসনা' বলা হয়, তিনি অনেক সময় 'সাধারণ জ্ঞান' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বা আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মিথ্যা ও বাড়াবাড়ির অনুসরণ করিয়া থাকেন। 'বাসনা' অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ রাজ্যের সবকিছু রাজস্বের আকারে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর পুলিশ কর্মচারীগণ বা 'ক্রোধ'—তাহারা খুব কর্কশ প্রকৃতির ও যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি হইয় থাকেন। হত্যা কিংবা অন্ততঃ পক্ষে আঘাতগ্রস্ত করার কাজেই থাকে তাহাদের প্রবল তাড়না। শাসনকর্তার স্বভাব হইবে মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যাপারে সলাপরামর্শ করা এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে আয়ত্বাধীন করিয়া রাখা···। আর এই কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখনই শাসনকর্তা (আত্মা) পরিষদ বর্গের (সাধারণ জ্ঞান) পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং 'বাসনা' ও 'ক্রোধকে' দমিত করিয়া উভয়কে 'সাধারণ জ্ঞানের' বাধ্যবাধকতায় পরিণত করিতে সক্ষম হন তখনই আশা করা যাইতে পারে—সেই রাষ্ট্র সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে·····। পক্ষান্তরে যদি 'ক্রোধ' ও 'বাসনা' 'সাধারণ জ্ঞানকে' উপেক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহার ফলে হয় রাষ্ট্র-কাঠামোটির নড়বড় অবস্থা; আর তাহার দরুন শাসনকর্তারও ভাগ্যাকাশে ঘনাইয়া আসে চরম দুর্ভাগ্য।" এক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইমাম গাজ্জালীর এই রূপক উপমাগুলি পরবর্ত্তী কালের দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার-বিবৃত মতবাদগুলির চাইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। ইমাম গাজ্জালী রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বাহ্যতঃ শারীরিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু এই তুলনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে একটি ধর্মনৈতিক মন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা—যাহার প্রক্রিয়ার দ্বারা গড়িয়া উঠা সম্ভব মানুষের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা বা রাষ্ট্রমন্ত্রভাব।

গাজ্জালীর পদ্ধতি

উপরোক্ত বিষয়টির বিশ্লেষণ-ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র পরিকল্পনার উন্নয়ন সম্পর্কে যুক্তিতর্ক তিরোহিতভাবে ইমাম গাজ্জালী সমসাময়িক দার্শনিকদের মতই প্রায় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। কোন নূতন মতবাদ প্রকাশ করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনিও মাওয়ার্দী নিজাম-উল-মূলক প্রমুখ দার্শনিকদের মত অসংখ্য ঐতিহাসিক উপমা ও চলন্ত প্রবাদের উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে নিজামউল-মূলকের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে তিনি আল্লার রসূলের হাদিস, তাঁহার ছাহাবা ও অনুবর্ত্তীগণের চরিত্রের আলোকে তাহা সূক্ষ্মরূপে—পরীক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তবে এমন নয় যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক ইরান বা ভারতীয় উপখ্যানাদির উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কোনক্রমে। আর একথা নিশ্চিত যে, তাঁহার পূর্বতন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দার্শনিক আল্ মাওয়ার্দীর তুলনায় ঐ সমস্ত দেশের প্রবাদ বা উপখ্যানাদির কথা তাঁহার কমসম জানা ছিলনা। বিগত দিনের শিক্ষাকে তিনি শুধু মানস চক্ষে উপস্থাপিত করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন না, বরং কার্যতঃ তিনি সল্‌জুক সুলতানগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেন "রাজার বাক্যাবলী শ্রবণ কর, তাঁহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা কর; পুস্তকে যেভাবে তাঁহাদের কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা অধ্যয়ন কর এবং তাঁহাদের ন্যায় বিচার ও বদান্যতার আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা কর।"

ন্যায় বিচার

দুনিয়া নিত্য পরিবর্তনশীল এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পার্থিব জীবনের লাভ লোকসান ইত্যাদি অবস্থার অবসান ঘটে—এই মানসিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সুলতানদের প্রতি গাজ্জালীর সতর্কবাণীসমূহ উচ্চারিত হইয়াছে। তিনি মানবজগতের সর্বোচ্চ স্তরে খোদার ধ্যান ও রসূলের আদেশাবলীকে সংস্থাপিত করিবার জন্য জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, একজন আর একজনের প্রতি অন্যায়াচরণ করা বা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রেত নহে। তিনি এমনও মহান অনুভূতির কথা বলিয়াছেন যে, রাজা নিজে রাজা না হইয়া যদি একজন সামান্য প্রজা হইতেন, আর সেই অবস্থায় তিনি রাজার নিকট হইতে যেই প্রকার ব্যবহার আশা করিতেন—এক্ষণে রাজা হইয়া তাঁহার পক্ষে উচিৎ প্রজার প্রতি ঠিক সেই প্রকার ব্যবহার করা।

প্রাচ্যের রাজনৈতিক মতবাদে ন্যায়বিচারের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গাজ্জালী বলেন—দুনিয়ার বিভিন্ন আনুসঙ্গিক গুণাগুণ সহ খোদার ছায়ার আশ্রয় অর্জন করিতে হইলে অন্যায় আচরণকারীর পক্ষে উচিৎ —তাহার চরিত্রদোষকে সর্বতোভাবে সংশোধন করিয়া চলা। এই প্রসঙ্গে তিনি রসূলের বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, মহাবিচারের দিনে যে সাত শ্রেণীর লোক খোদার আরশের নীচে আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেণী হইবেন ঐ সমস্ত সুলতান বা রাষ্ট্রপতি যাহারা শাসনকার্যে ন্যায়বিচারের পক্ষপাতি। শাসনকর্তা হইলেন খোদ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। অতএব আল্লাহতায়ালা যেমন ন্যায়বান তদ্রূপ তাঁহার প্রতিনিধিগণের পক্ষেও ন্যায়বান হওয়া সমীচীন। অন্যথায় তাঁহাকে শয়তানের প্রতিনিধি বলা সঙ্গত হইবে। একটা দিন ন্যায় বিচার করিয়া কাজ করা বস্তুতঃ একাধিক্রমে সত্তর বৎসর উপাসনা করার তুল্য। তিনি রাজ্য পরিচালনা করার জন্য দশটি বিধি বা ধারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক শাসনকর্তার পক্ষে বিশেষ করিয়া ন্যায়বিচার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধি অবশ্য পালনীয়। যথা :—

১) প্রত্যেক মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে সুলতান বা রাষ্ট্রপতির মনোবল হওয়া চাই বিবাদমান দলগুলির ঊর্দ্ধে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হইতে নিষ্কৃত।

২) বিচার প্রার্থীগণ যাহাতে বিচার প্রাপ্তি হইতে কোনক্রমে বঞ্চিত না হয়—এইদিকে সুলতানের দৃষ্টি থাকিবে সতর্কভাবে।

৩) খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে নিড়াবস্থতার পক্ষপাতী সুলতান বা রাষ্ট্রপতির নিকট হইতেই ন্যায়বিচার আশা করা যায়। কিন্তু—

৪) আমলাবর্গের সঙ্গে কর্কশতার পরিবর্তে সহৃদয় ব্যবহার করা রাষ্ট্রপতি বা সুলতানের পক্ষে উচিৎ।

৫) ন্যায় শাসনে প্রজাগণ যাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারে, সেই দিকে রাষ্ট্রপতি বা সুলতানের অহরহ নজর থাকিবে।

৬) আইনের অধিকার ডিঙ্গাইয়া কোন প্রকার অশ্লীল ব্যবস্থার চেষ্টা করা রাষ্ট্রপতি বা সুলতানের উচিৎ হইবেনা।

৭) দেশের কাজ তত্ত্বাবধান করা সুলতান বা রাষ্ট্রপতির পক্ষে উচিৎ সেইভাবে, যেইভাবে তিনি নিজের গৃহস্থালীর কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। শক্তিশালী ও শক্তিহীন—এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি সম আচরণ প্রদর্শিত হওয়া উচিৎ।

৮) পারত পক্ষে জ্ঞানীগণের সংস্পর্শে আসা সুলতান বা রাষ্ট্রপতির অবশ্য কর্তব্য। তাঁহাকে উপদেশ বা পরামর্শ দান করিতে গিয়া জ্ঞানীগণ যাহাতে কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত বা নিরুৎসাহপন্ন হইয়া না পড়েন—তাহার দিকেও লক্ষ্য থাকিবে সুলতানের বা রাষ্ট্রপতির।

৯) সুলতান বা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চাকর এবং শাসন বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীরা অভিনিবিষ্ট সহকারে ও সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে কিনা —তাহাও তিনি পরিদর্শন করিবেন।

১০) মিথ্যা অহমিকায় আতঙ্কিত হওয়া কোন রাষ্ট্রপতি বা সুলতানের পক্ষে উচিৎ নহে।

প্রসঙ্গতঃ ইমাম গাজ্জালী উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদিন খলিফা উমর বিন আবদুল আজীজ কর্ডোভার দার্শনিক মোহাম্মদ বিন কার্বকে ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে দার্শনিক ইবনে কার্ব বলেন, পিতা পুত্রের বেলায়, পুত্র পিতার বেলায় এবং ভাই ভাইয়ের বেলায় যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার অনুসৃত হওয়া উচিৎ এবং অপরাধ অনুপাতে দণ্ডদান—আসলে তাহাকেই বলা হয় ন্যায় বিচার। তিনি খলীফা আলীর (রাঃ) উক্তি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, সেই ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারক বলা চলে, যিনি মীমাংসাদির ব্যাপারে ব্যক্তিগত অভিসন্ধি, কিংবা স্বজনপ্রীতি বা ব্যক্তিপ্রীতি অথবা কোন প্রকার ভয় বা লোভ দ্বারা পক্ষদুষ্ট নহেন। বরং যিনি সমস্ত মামলা সহজ মন নিয়াই নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তিনিই হইলেন ন্যায়বিচারক।

কাজে এবং কথায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিরেট নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতি হওয়া উচিৎ। গাজ্জালীর মনে এই মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল ন্যায়বিচার বোধশক্তির উৎস হইতে। তাহা ছাড়া তিনি আরও মনে করেন যে, ছোট-বড়, উচ্চ নীচ, অভিজাত, অস্পৃশ্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি থাকিবে সমান ও নিরপেক্ষ। আইন অমান্যকারীর প্রতি সুলতান বা রাষ্ট্রপতি হইবেন কঠোরহস্ত। ইরানের সুবিখ্যাত মন্ত্রী—বজরচিসিরকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বলুন ত' শ্রেষ্ঠ রাজার পরিচয় কি? তদুত্তরে মন্ত্রী বলিয়াছিলেন—যে রাজা সাধু সজ্জনদের আস্থাভাজন, পক্ষান্তরে অসৎ প্রকৃতির লোকদের ত্রাস স্বরূপ—তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিচিত। এইরূপ আরও একটি উপখ্যান গাজ্জালী কর্তৃক বর্ণিত আছে। একদা মহামতী আলেকজাণ্ডার এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন—তাহার ভাগ্যোন্নতির উপায় কি? প্রতিউত্তরে জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলেন—প্রজাদের বিচারাসনে বসিয়া তাঁহার পক্ষে উচিৎ অহেতুক পক্ষপাতিত্ব আর অবাঞ্ছিত কুসংস্কারের শিকড় মনের ক্ষেত্রমূল হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলা, পরামর্শ না করিয়া কোন ব্যাপারে নিষ্পত্তির জন্য তাড়াহুড়া না করা এবং পছন্দ ও অপছন্দ—এই দুই ব্যাপারে নিজস্ব ভাব প্রবনতায় উত্তেজিত না হইয়া বরং তাহা মনের পিঞ্জরা হইতে মুছিয়া ফেলা।

শাসন বিভাগের কর্তব্য ও কার্যাবলী

ইমাম গাজ্জালী কর্তৃক বিরচিত 'তিবরুল মাছবুক' নামক গ্রন্থখানি আগাগোড়া রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের কর্তব্য, কার্যানুষ্ঠান এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে সতর্কবাণীতে ভরপুর। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পক্ষে যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন তাহার একটি ফিরিস্তি দান করিয়া বলিয়াছেন—রাষ্ট্রপতির গুণাবলীর মধ্যে থাকিবে বুদ্ধি, জ্ঞান, অনুভূতি, এবং প্রত্যেকটি বিষয়োপলক্ষে আনুষঙ্গিক জ্ঞান, সাহস, প্রজাপ্রীতি, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা আর সর্বোপরি তাঁহার থাকিবে দৃঢ় মনোবল। দৈনন্দিন ঘটনা সম্পর্কে তিনি যথারীতি অবহিত বা সচেতন থাকিবেন। ভূতপূর্ব শাসনকর্তাদের পরিণতির দৃষ্টান্ত তাঁহার চক্ষের সামনে থাকিবে হেদায়েত স্বরূপ। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রের কর্মচারীরা যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট, সেক্রেটারী ও প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালন করিতেছেন কিনা তাহারও কড়াক্রান্তির হিসাব থাকিবে রাষ্ট্রনেতার হাতে। গাজ্জালী বলেন, এই সমস্ত বৈশিষ্ট গুণে রাষ্ট্রপতিরা দুনিয়ায় 'খোদার ছায়া' বলিয়া অভিনন্দিত হইতে পারেন। একদা এক জ্ঞানী ব্যক্তি মহামতি খলিফা হারুন-অর-রশীদের মুখের উপর বলেন যে, সাবধান! মনে রাখিবেন—আপনি যে আসনে উপবেশন করিতেছেন সেই একই আসনে উপবিষ্ট হইতেন সত্যবাদী আবুবকর; সত্যমিথ্যার বিভেদকারী উমর; শিষ্টাচারী ও দাতা উছমান এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আলী। গাজ্জালী খোদার রসুলের আদর্শ জীবনের নজীর দেখাইয়া বলেন যে, হযরত রসুল কিভাবে নিজে গবাদি পশু চরাইতেন, উষ্ট্রকে খোয়াড়ে বাঁধিতেন, কাপড়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধৌত করিতে, চাকরদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিতেন এবং দরকার পড়িলে নিজে ময়দা পিষিতেন এবং বাজারে খরচ করিতে যাইতেন।

শাসনকর্তার দৈনিক কর্মসূচী

দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব কর্মসূচী থাকে। তদ্রূপ দেশ শাসন ব্যাপারে প্রত্যেক শাসনকর্তারও কার্যসূচী থাকা দরকার। শাসনকর্তা কি কি কার্যসূচী অনুসরণ করিয়া চলিলে শাসন কার্যে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন, এমনকি শাসনকর্তার খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ, শাসনকর্তার নির্জনে আরাম আয়াস ও লেখাপড়ার জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ থাকা দরকার সে সব খুঁটিনাটি কথা আলোচনা করিয়া লিখিতেও বাদ দেন নাই ইমাম গাজ্জালী। তাঁহার মতে শাসনকর্তার কার্যসূচী হইবে এইরূপ :—তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবেন। তাহার পর ফজরের নামাজ সমাধা করিয়া বহির্গত হইবেন অনুসন্ধানে—কোন প্রজার প্রতি কোন অবিচার হইয়াছে কি না? তাহার পর বসিবে রাজ দরবার—সেখানে শাসনকর্তার উপস্থিত থাকা একান্ত কর্তব্য। এই দরবারে জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার থাকিবে। উদ্দেশ্য শাসনকর্তা যেন কাহারও অভিযোগ সম্পর্কে অনবহিত না থাকেন। যাহারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি তাঁহারাই হইবেন শাসনকর্তার পার্শ্বচর। রাজনীতির গতি নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে শাসনকর্তার উপর তাঁহাদের প্রাধান্য থাকিবে নিরঙ্কুশ। বৈদেশিক দূতগণকে দর্শন দান করিবেন শাসনকর্তা স্বয়ং। এইসব ক্ষেত্রে শাসনকর্তার পক্ষে অন্তরালে থাকা অনুচিত। রাজনীতি আর কূটনীতি—এই দুই নীতিতে শাসনকর্তার মস্তিষ্ক হইবে পরিপক্ক আর শত্রুপক্ষের ভয় বা হুমকীতে ভাঙ্গিয়া পড়া বা সহজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে থাকিবে তাঁহার অটল মনোশক্তির পরিচয়। ইমাম গাজ্জালী পানাভ্যাস, পাশা খেলা বা শিকারের মাত্রাতীত অভ্যাস সম্বন্ধে শাসনকর্তার প্রতি দৃঢ় উক্তি উচ্চারণ করিয়াছেন এবং সেই জীবনযাত্রাকে তিনি সুন্দর স্বার্থক জীবনযাত্রা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যে জীবনযাত্রা "কাজের সময় কাজ আর খেলার সময় খেলা" এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যে সুচারুভাবে পরিবিস্তারিত। তিনি শাসনকর্তার সম্মুখে বাস্তব নজীর উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব জমানার মহান সম্রাটদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের সময়টাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন চার ভাগে। প্রথম ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত আরাধনা উপসনার জন্য। দ্বিতীয় ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত রাজকীয় কাজ কর্ম, বিচার ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদ্বানমণ্ডলীর সলাপরামর্শ গ্রহণের জন্য। তৃতীয় ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত আহার ও বিশ্রামের জন্য। আর শেষভাগ থাকিত আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাঁহার মতে কোন শাসনকর্তা বা রাষ্ট্র কর্তার পক্ষে রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন আস্থা বা স্নেহভাজিকা নারীর উপদেশে মনোসংযোগ না করা উচিত। এই ব্যাপারে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন খলীফা উমরের দৃষ্টান্ত দিয়া। খলীফা উমর খেলাফতের অধিকার লাভ করিয়াই প্রিয়তমা পত্নীকে হেলায় তালাক দিয়াছিলেন। কেননা হয়ত তাঁহার স্ত্রী রাজকার্য ব্যাপারে তাঁহাকে অহেতুক নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কোন শাসনকর্তার পক্ষে যেকোন হীন পক্ষপাত নীতির বশবর্তী হওয়া উচিত নহে তাহারও কথা গাজ্জালী উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শাসনকর্তাকে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সুপারিশ করার অধিকার দান করিয়াছেন। এই অধিকারের মাত্রা অবারিত নহে, বিশেষ বিশেষ সীমার মধ্যে গণ্ডীভূত। তবে এই সুপারিশের মোদ্দা কথা হইল যে, শাসনকর্তার সুপারিশ দ্বারা সুপারিশকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অফিসারের যাহাতে অতিরঞ্জিত ধারণার বা ভ্রমে নিপতিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে অথবা সুপারিশকৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে শাসনকর্তা কর্তৃক কোনই মিথ্যা উক্তি না করা হয়। আধুনিক যুগে শাসন-বিভাগ সমূহে সুপারিশ করার যে নীতির প্রচলন রহিয়াছে যাহাকে অংশও বহু অনর্থের মূল কারণ বলা যাইতে পারে সেই নীতি আর গাজ্জালীর পরিকল্পিত সুপারিশ নীতির তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিলে উভয় নীতির পার্থক্যটা অনুভব করা কঠিন হয়না এবং ইহাও বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, সেই সব হিতকর নীতি কার্যতঃ আমাদের দেশে অনুসৃত হইলে কর্মচারীদের জীবনের মান কত উর্দ্ধে উন্নীত হইতে পারিত। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

(২২০ পৃষ্ঠার পর)

অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। মানবজাতি নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সমস্যার সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে সামন্ত ব্যবস্থায় নির্যাতিত প্রজাবৃন্দ তাহাদের প্রভুদের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিতে থাকে। ইহার পর আধুনিক যুগের সূচনা হইতে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের (Change of Production Relation) সাথে সাথে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কমিউনিষ্টদের নীতি অনুসারে মানব জাতির ক্রমোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নূতন পরিবেশ পূর্ব অবস্থা হইতে আরও উত্তম অবস্থা রূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিবেশকে মানবজাতির জন্য কল্যাণ মনে করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানান উচিৎ।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হইল তাহার নামকরণ করা হইল পুঁজিবাদী (Capitalistic) অবস্থা। কমিউনিষ্টগণের বিশ্বজনীন চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই অবস্থা ও পরিবেশকে অভিনন্দন জানান উচিৎ। কারণ ইহা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির পূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কমিউনিজমের জন্মদাতা এবং তাঁহার অনুসারীরা অভিনন্দনের পরিবর্তে এই অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। সমগ্র ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আমাদের মতে প্রারম্ভ হইতেই কমিউনিষ্টরা তাহাদের তথাকথিত আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। আজ পর্যন্ত তাহারা ইহাই করিয়া আসিতেছে। প্রথম হইতেই তাহারা তাহাদের আদর্শ, নীতি ও প্রচারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করিয়া আসিতেছে। রচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি উত্তম রূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

কমিউনিষ্টগণের শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারাই অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ক্রীতদাস ও তাহাদের প্রভু পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণীর মানুষ, কাজেই তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না হইয়া স্বাধীন মানুষের মধ্যেই ক্রীতদাসগণের মুক্তি দেওয়া, তাহাদিগকে স্বাধীন মানুষরূপে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার দেওয়া আর অন্যপক্ষে তাহাদিগকে স্বাধীন মানুষের সুখ সুবিধার জন্য ক্রীতদাসরূপেই ধরিয়া রাখিবার প্রশ্ন লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে স্বাধীন মানুষের প্রতিনিধি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন জয়যুক্ত হন এবং ইহারই বদৌলতে ক্রীতদাসগণ চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর কমিউনিষ্ট মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়না কি? অন্যপক্ষে আব্রাহাম লিঙ্কনের বহুপূর্বে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নিজের ও তাঁহার অনুসারীদের ক্রীতদাসগণকে মুক্তি করিয়া দিয়াছিলেন, হযরতের সহচরগণ নিজেদের অর্থ দ্বারা নির্যাতিত ক্রীতদাসদিগকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দিতে থাকেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় যাহাতে কোন মানুষকে ক্রীতদাসরূপে পরিণত হইতে না হয় এবং পূর্বকার ক্রীতদাস মুক্ত হইয়া যায় তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা করিয়া যান।

আলেকজাণ্ডারের সহিত পারস্যরাজ এবং ভারতীয় নৃপতি পুরুর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কি শ্রেণীসংগ্রাম? উভয়পক্ষের ক্রীতদাসগণ কি নিজেদের প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্য ক্রীতদাস ও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই? ক্রীতদাসগণ প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্য দলের ক্রীতদাস ও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল প্রভুর নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবার জন্য। আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার সমশ্রেণীভুক্ত রাজাদের বিরুদ্ধে অর্থ, সমাজ ও সম্মান লাভের আশায়। পৃথিবীর আরও হাজার হাজার রাজা বাদশারা যুদ্ধ করিয়াছিল শুধু এই কারণেই। অতএব যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টি কিছুই না। শ্রেণীসংগ্রামই যদি ইতিহাসের একমাত্র উপাদান বস্তু বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় তবে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। দিগবিজয়ী জুলিয়াসসীজার, চেঙ্গিজ খান, তৈমুরলঙ্গ, খলিফা হযরত উমর, খলিফা আল-ওয়ালিদ, খলিফা

www.ahlehadeethbd.org

হারুন রশীদ যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার একটিও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস নহে। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বমানবের মুক্তি ও অগ্রগতির ব্যবস্থা করিতে গিয়া যে ইতিহাস রচনা করিলেন তাহা ছিল ধর্ম-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

কমিউনিষ্টগণের আদর্শ মতে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকগণের স্বার্থ এক ও অভিন্ন এবং তাহারা একত্রে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকগণ চিরদিনই উপনিবেশের শ্রমিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। দুইটি মহাযুদ্ধেই জার্মানীর শ্রমিকগণ ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার শ্রমিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা তাঁহার আদর্শ-বিরোধী শত্রু রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকার অস্ত্র ও যানবাহন দ্বারা সাহায্য করিয়া তাহারই সমশ্রেণীভুক্ত পুঁজিবাদীরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই সমস্ত ঘটনায় কি ইহাই প্রমাণিত হয়না যে, কমিউনিজমের শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ সর্বতঃ মিথ্যা?

আসল কথা, মানুষ নিজের বা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজনে তুলনামূলক ভাবে আরও উত্তম অবস্থা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, যশ-খ্যাতি, সম্মান, সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, কোন মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আরও নানাবিধ কারণেই সংগ্রাম করিয়া থাকে, আর এই সংগ্রাম কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। ইহা যেকোন শ্রেণীর প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বা শত্রুর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম হইতে পারে। ইহা একই শ্রেণীর মধ্যে অথবা পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে।

কমিউনিজমের শ্রম থিওরীর অসারতা ও পরিণাম:

এই থিওরী স্বীকার করিয়া নেওয়ার পশ্চাতে কোন যুক্তিনাই; কারণ কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে সে দ্রব্য তৈয়ার করিতে যাহাদের কাজ করিতে হইয়াছে তাহাদের সকলের পারিশ্রমিক এবং কাজের বিনিময়ে যাহা দেওয়া প্রয়োজন তাহা প্রদান করার ভিত্তিতেই মূল্য নির্ধারণ করা হইতেছে যুক্তি ও ন্যায়ের কথা। শুধু শ্রমিকের পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা দেওয়া প্রয়োজন তাহার ভিত্তিতেই মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে আর যিনি পণ্যদ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্য কষ্ট-উপার্জিত অর্থ প্রদান করিলেন; যিনি শ্রমিকগণের কার্যের তদারক করিলেন এবং যিনি উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করিলেন মূল্য নিরূপণের প্রশ্নে তাহাদের পরিশ্রমের কোন মূল্যই দেওয়া হইবেনা অর্থাৎ তাহাদের কাজের কোন স্বীকৃতিই দেওয়া হইবেনা ইহা ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করা ছাড়া আর কি হইতে পারে? কার্লমার্কসের মতে শ্রমিক ছাড়া সমাজের আর সকলেই পুঁজিবাদী শোষক, তাহারা অন্যায়ভাবে শ্রমিকের প্রাপ্য হরণ করে। অতএব তাহাদের ধন-সম্পদ শ্রমিকদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নহে (Property is theft)। কার্লমার্কসের এহেন আদর্শ প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য, দরিদ্র শ্রমিকগণের মধ্যে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অকমিউনিষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবের সূচনা করা বা বাজি মাতকরা।

মার্কস শ্রমের এতবেশী গুরুত্ব প্রদান করিলেন অথচ তিনি ও তাহার অনুসারীরা শ্রমের স্বরূপ ও বিভিন্ন রূপ শ্রমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া শ্রমের প্রকার ভেদে পারিশ্রমিক দেওয়ার নীতি নির্ধারিত করিতে পারেননাই। অবশ্য তিনি শ্রমের পার্থক্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রমিকগণের মধ্যে আনাড়ি (unskilled) ও দক্ষ (skilled) শ্রমিক রহিয়াছে, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহা গুরুতর কিছু নয় বলিয়া তিনি ইহা উপেক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রমিকগণের মেহনত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, সকলেই ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে লাভ করিবে। কিন্তু মার্কসের নীতি ও আদর্শ অবাস্তব ও অকার্যকরী। শ্রম-থিওরী ও শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে তাঁহার অভিমতও অবাস্তব এবং এই কারণেই কর্মক্ষেত্রে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার অনুসারী লেনিন মার্কসের এই নীতি বাতেল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, ইহার বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং এখন পর্যন্তও তাহা চলিতেছে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস

ঈদে কুরবানের আবেদন

وجاهدوا فى الله حق جهاده‘ هو اجتباكم‘ وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم
ابراهيم‘ هو سماكم المسلمين

হে মুছলিম-সমাজ, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিতে থাক, যথাযোগ্য সঠিক সংগ্রাম! তিনিই তোমাদিগকে গৌরবান্বিত (সমাজরূপে উত্থিত) করিয়াছেন এবং তোমাদের দ্বীনে কোনরূপ অসুবিধাকর বিধান প্রবর্তিত করেননাই, তোমরা তোমাদের জাতীয়তার জনক ইবরাহীম খলীলুল্লাহরই সমাজভুক্ত। তিনিই তোমাদের মুছলিম নামকরণ করিয়াছেন—সুরত আল্‌হজ্জ : ৭৮ আয়ত।

আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

মুস্‌লিম ভ্রাতৃগণ, ঈদ মুবারক

উপরিউক্ত পবিত্র আয়তে আল্লাহ হয্‌রত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ)কে পাকিস্তান, আরব, পারস্য, আফগানিস্তান, হিন্দুস্থান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মিসর, আফরিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের সমুদয় মুস্‌লিমের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর সমুদয় দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানগণ হযরত ইব্‌রাহীমের ঔরসজাত সন্তান নহেন। মহামন্ত্র তওহীদের যে আদর্শ মানব মুকুট হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ) কর্তৃক ধরণীপৃষ্ঠে রূপায়িত ও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, হযরত ইব্‌রাহীম তাহারই জনক ছিলেন বলিয়া তিনি সমগ্র মুস্‌লিম জাতির পিতারূপে আখ্যাত হইয়াছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম তওহীদ মন্ত্রের জাগ্রত প্রতীক ছিলেন। তিনি আল্লাহর উলুহীয়ত, রবুবীয়ত ও হাকেমীয়তের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র এবং খাতেমুল মুর্ছালীনের (দঃ) পিতামহ হযরত ইস্‌মাঈল (দঃ)কে কুরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বৎসরে বৎসরে ঈদেকুরবান হযরত ইব্‌রাহীমের এই পবিত্র কুরবানীর আদর্শই বহন করিয়া মুছলিম জাতির সম্মুখীন হইয়া থাকে। পুত্রের রক্তের পরিবর্তে আল্লাহর নির্দেশক্রমে ইব্‌রাহীম পশুর রক্ত প্রবাহিত করিয়া আল্লাহর পথে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই প্রত্যেক মুস্‌লিম গৃহস্থের জন্য তাহার ও তাহার পরিবারভুক্তগণের পক্ষ হইতে অন্ততঃ একটি নিখুঁত ও সর্বাংগসুন্দর পশু (উষ্ট্র, গরু, ছাগ বা মেষ) কুরবানী করা হযরত ইব্‌রাহীম তথা মুস্‌লিম সমাজে "জাতীয় ছুন্নতে" পরিণত হইয়াছে। কুরবানীর পশুর রক্ত, চামড়া ও লোমের ছওয়াব আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

কোরবানীর চামড়া বিক্রয় করিয়া স্বয়ং ভোগ করা বিধেয় নয়। যে পশু আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তার চামড়াও আল্লাহর পবিত্র নামকে প্রতিষ্ঠিত ও গৌরবান্বিত করার কার্যেই উৎসর্গ করা উচিত। আল্লাহর কলেমা ও তদীয় তওহীদকে বলিষ্ঠ করার সংগ্রামে ব্রতী হইবার জন্যই আবেদন পত্রের শিরোনামায় উল্লিখিত আয়তে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত ইব্‌রাহীম এই জিহাদই চালাইয়া গিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ)ও এই সংগ্রামই আজীবন চালাইয়াছেন। উম্মতে-মুস্‌লিমাকেও "ই'লায়ে কলেমাতুল্লাহ"র এই সংগ্রাম জীবনের প্রতিক্ষেত্রে চালাইয়া যাইতে হইবে।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস পূর্বপাকিস্তানে কোরআন ও হাদীসের পতাকাকে সমুন্নত করার প্রতিজ্ঞা লইয়া দেড়যুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে। বর্তমানে তাহার প্রোগ্রাম বিস্তৃত ও তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মৌখিক ও সাহিত্যিক প্রচার ব্যতীত গত দুই বৎসর কাল হইতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় মাদ্‌রাসাতুল হাদীস কায়েম হইয়াছে। এই মাদ্‌রাসায় সিহাহ সিত্তা, তফ্‌সীর, অসূলেহাদীস, অসূলে ফিক্‌হ ও ইস্‌লামের ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র আহলেহাদীস দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যতীত কুরআনে পাক হিফ্‌য করার ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসার বার্ষিক ব্যয় ৮ হাজার টাকারও বেশী। এই সকল কার্যের জন্য আপনাদের কুরবানীর চামড়ায় জমঈয়তের যে দাবী রহিয়াছে, এই আবেদনপত্রের সাহায্যে আমরা তাহা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه ننيب

সমুদয় টাকা কড়ি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের প্রেসিডেন্টের নামে সদর অফিসের ঠিকানায় মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ অথবা এই জমঈয়তের শীল-মোহর ও প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর যুক্ত নূতন রসিদ লইয়া কেন্দ্রীয়, যিলা অথবা আঞ্চলিক জমঈয়তের আদায়-কারীগণের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। বিনা রসিদে অথবা পুরাতন রসিদে কেহ কাহারও হস্তে টাকা পয়সা দিলে তজ্জন্য জমঈয়ত দায়ী হইবেনা। ঢাকা শহরের চামড়া কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কর্মীগণের হস্তে দেওয়া যাইতে পারে।

আরজমন্দান

(আল্লামা) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী।
(ডক্টর) মুহাম্মদ আবদুলবারী, এম, এ, ডি, ফিল (অক্সন) অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেন্ট ও ক্যাশিয়ার, দিনাজপুর
(আলহাজ মওলানা) মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, রাজসাহী
(মওলানা) আবুল মাকারিম সা'আদ ওয়াক্কাস রহমানী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বগুড়া
(মওলানা) কবিরুদ্দীন রহমানী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ঢাকা
(মওলানা) আফতাব আহমদ রহমানী, এম, এ, অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী, দিনাজপুর
(মওলবী) মিজানুর রহমান বি, এ, বি টি, অফিস সেক্রেটারী, ঢাকা
(মৌঃ) মোঃ আবদুল আলী ময়মনসিংহ
(মওঃ) মোঃ মতিউররহমান খুলনা
(মৌঃ) মোঃ আবুল খায়ের খুলনা
(মওঃ) দীওয়ান রুস্তম আলী এম, এ ঢাকা
(মৌঃ) মোঃ মজকুর মিঞা ময়মনসিংহ
(মৌঃ) এস্ বেলায়েত হোসেন ময়মনসিংহ
(আলহাজ) মওঃ আবদুর রাজ্জাক ফরিদপুর
(আলহাজ) মওঃ আহসান উল্লাহ খান ত্রিপুরা
(মওলানা) মুনতাছির আহমদ রহমানী সিলহেট
(মওলানা) শামসুল হক সলফী ঢাকা
(মওলানা) মুহাম্মদ রামাযান ঢাকা
(মওলানা) খিজুর রহমান আনসারী পাবনা
(মওলানা) আবুল কাসিম রহমানী ঢাকা
(মওলানা) মোহাম্মদ আরিফ এম, এ ঢাকা
(মওলবী) রঈসুদ্দীন আহমদ ঢাকা
(মওলবী) মুহাম্মদ ইব্রাহীম বি, এ খুলনা
(আলহাজ মওলবী) মুহাম্মদ আকিল ঢাকা
(আলহাজ মওলবী) আনিসুদ্দীন রংপুর
(হাজী মৌঃ) আনিসুর রহমান সরদার, বংশাল জমাআত, ঢাকা
(আলহাজ) শায়খ আবদুল ওহাব ঢাকা
(মৌঃ) আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী ঢাকা
(মুন্‌শী) ওয়াহেদ আলী ঢাকা
(আলহাজ মৌঃ) মোঃ সুলায়মান ঢাকা
(মওলানা) মাহবুবুর রহমান রহমানী ঢাকা
(আলহাজ) মোঃ আবদুস সাত্তার ঢাকা
(আলহাজ মওলানা) মোঃ বাহাউদ্দীন ময়মনসিংহ
অধ্যাপক মৌঃ আবদুল গনি এম, এ ময়মনসিংহ
অধ্যাপক মৌঃ আশরাফ ফারুকী এম, এ ময়মনসিংহ
(মৌঃ) মোঃ সিরাজুল হক রংপুর
(মওঃ) মোঃ আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আযহারী রাজশাহী
(মৌঃ) মোহাঃ জরজীস রাজশাহী

সদর দফ্‌তর

৮৬, নং কাযী আলাউদ্দীন রোড,
পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

অপূর্ব্ব-ত্যাগ

১০ই যুলহিজ্জাহ্! আজ সকাল হইতেই মীনা প্রান্তরে অসংখ্য লোক তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে কুরবানী করিয়া পশু-রক্ত প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—শুধু মীনা উপত্যকাতেই নয় বরং মুসলিম জাহানের সর্বত্রই রক্তদানের উৎসব চলিতেছে কারণ তারা জানে এই দিন আল্লার নামে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে পুণ্য কাজ আর কিছুই নাই। আর এই প্রাণী হত্যার পিছনে বিরাট একটি ঐতিহাসিক কাহিনী রহিয়াছে—সে ইতিহাসও আজিকার যুগের নয়—প্রায় পৌণে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার ইতিহাস।

তখনকার যুগে এক বৃদ্ধপিতা তাঁহার একমাত্র কিশোর পুত্রকে বলিলেন—দেখ, বৎস, আমি স্বপ্নযোগে তোমাকে কুরবানী করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এখন এসম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? যেমন পিতা তেমন পুত্র। বীরহৃদয় পুত্র বীরদর্পে জওয়াব দিলেন,—আপনি আল্লার আদেশ বিনাদ্বিধায় পালন করুন, আমি ইহাতে ধৈর্য ধরিয়া থাকিব।

"যখন পিতা পুত্র উভয়েই তাঁদের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন, আর পিতা তাঁহার পুত্রকে ভূপতিত করিলেন তখন আমি বল্লাম, হে ইব্রাহীম, ক্ষান্ত হও। তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণ করিয়াছ। সদাচারীদের আমরা এই ভাবেই প্রতিদান দিয়া থাকি। এটা আমার প্রেম ও প্রীতি লাভ করার একটা জলন্ত পরীক্ষা মাত্র! আমরা মহান কুরবানীর বদলা দিয়ে ইছমায়ীলকে ছাড়িয়ে নিলাম আর এই কুরবানীর নিয়ম পরবর্তীদের মধ্যে প্রবর্তিত করে দিলাম।"

এই পিতা পুত্রই ছিলেন নবীয়ে—আখেরুয-যমান হযরত মুহাম্মদ মস্তফা আহমদ মজতবায় (দঃ) পূর্বপুরুষ—হযরত ইব্রাহীম ও ইছমায়ীল। ইহাদের ইতিহাসই হইল কুরবানীর ইতিহাস।

হযরত ইবরাহীমকে তাঁহার জীবনে অনেকগুলী পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জনৈক পৌত্তলিকের ঔরষে তাঁহার জন্ম। পৌত্তলিকদের পুরোহিতের জ্যেষ্টপুত্র হয়েও রাজত্বের বৃহত্তম বিগ্রহ মন্দিরে ঢুকিয়া তিনি সবগুলি বিগ্রহ চুরমার করিয়া দিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে নমরুদের কোপানলে পতিত হইতে হয়—রাজদ্রোহ আর ধর্মদ্রোহের অভিযোগে তিনি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন—কিন্তু তাঁহার প্রভু তাঁহাকে রক্ষা করিলেন অগ্নির দাহিকা শক্তি নির্মূল করিয়া দিয়া—অগ্নিকুণ্ডকে তিনি নন্দন কাননে পরিণত করিলেন—ফলে ইবরাহীম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন।

এরপর আসে তাঁর দেশত্যাগের পালা—বিদেশেও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার রাজকীয় ষড়যন্ত্র চলে অবিরাম গতিতে—কিন্তু তিনি সেখানেও জয়লাভ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারপরই আসে একমাত্র সন্তান কুরবানী করার প্রত্যাদেশ—এখানেও তিনি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

যারা আল্লার প্রেমাভিলাষী তাহাদেরকে তিনি নানা কঠিন পরীক্ষা করিয়া শুধরাইয়া লন। বিশেষ করিয়া হযরত ইবরাহীমের বংশে নবীরে আখেরুজ্জামানের জন্ম হইবে বলিয়াই তিনি তাহাকে এতগুলি পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া ছিলেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমের প্রশ্ন যেখানে সেখানে রিক্ততা আর অনুরাগের ঐকান্তিকতাই প্রেম সাধনার প্রেরণা যোগায়। বিশ্ব সংসারে কেউ নাই, পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী কিছুরই স্বাধীন সত্তা নেই, আছি কেবল আমি আর তুমি। আর সে আমিত্বেরও স্বতন্ত্র কামনা, বাসনা, ইচ্ছা আর অনিচ্ছা বলে কিছুই নাই। ইচ্ছা কেবল তোমার।

"আমার সামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ বলে কিছুই নেই—সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লার"। এই মহান শিক্ষা বলে ইবরাহীম তাঁহার স্রষ্টার সন্তোষ্টির জন্য সব কিছু বিলাইয়া দিলেন—এমন কি নিজের প্রাণ-প্রতীম সন্তানকেও আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

"তাঁহার সার্বভৌম ও সীমাহীন প্রভুত্বে কাহারও কোন অংশ নাই; আমি এই মতবাদ অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি—এবং আমি মুসলমানদের অগ্রণী"।

বস্তুতঃ হযরত ইবরাহিম তাঁহার জীবন ব্যাপী শিরকের বিরুদ্ধেই অভিযান করিয়াছেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াই দেখা দেয় সর্বপ্রথম তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয়। একা তিনি পৌত্তলিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অথচ বর্তমান বিশ্বে ইবরাহীমের কোটি কোটি রুহানী সন্তান বিদ্যমান থাকিতেও শিরক্ ও কুফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইতেছেনা। বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারা আজ তওহীদবাদকে কোনঠাসা করিয়াছে। অথচ তাহারা ইল্‌হাদ ও নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় কর্মসূচীই গ্রহণ করিতেছেনা।

কুরবানী করা এযুগে অবশ্য একটা গতানুগতিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরব্যাপী ইসলামী জীবনব্যবস্থার কোন নীতি মানিয়া না চলিলেও কুরবানীর সময় প্রাণী হত্যার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়—এই ধরণের কুরবানীকারকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেন—গোশত আর রক্ত আল্লার কাছে পৌছায়না, আত্মসমর্পণের জন্য রক্ত দান করার যে প্রেরণা আছে আল্লাহ কেবল সেইটুকুই গ্রহণ করেন। সুতরাং কুরবানী করার পূর্বে নিজের মধ্যে আত্মসমর্পণের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে এই প্রেরণা ও নিষ্ঠাই আল্লার একমাত্র কাম্য।

আল্লার কাছে আত্মসমর্পণের আকুল আগ্রহে পাকিস্তানীদের ঈদুল আযহার উৎসব আজ সার্থক হউক। আল্লাহো আকবর! আল্লাহো—

তুরস্কে সামরিক শাসন

বর্তমান যুগে বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করার কিছু থাকেনা। তুরস্কে মেন্দারেস সরকারের পতন ঘটিবে তাহা তথাকার আনুপূর্বিক ঘটনাবলী হইতে পূর্বাহ্নেই অনেকের পক্ষে আঁচ করিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছিল। তবে সেখানে যে সামরিক বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহা রক্তপাত শূন্য বিপ্লব মাত্র। ইরাকের ন্যায় তুরস্কের সামরিক বাহিনী চণ্ডনীতি প্রয়োগ করে নাই।

প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ার, প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেস ও তাহার উযীর সভার সদস্যবৃন্দ সামরিক বাহিনীর হস্তে আটক রহিয়াছেন মাত্র—কাহাকেও হত্যা বা হত্যার কল্পনাও করা হয় নাই।

সামরিক বাহিনীর পক্ষ হইতে যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সামরিক বাহিনীর ঘোষণা নিম্নরূপ:

"সামরিক বাহিনী দেশ শাসন করার জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই বরং দেশের বিশৃংখলা নিরসন করিতে ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তাহারা দেশে অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন এবং যে দল নির্বাচনে জয়ী হইবে, তাহাদের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া আবার তাহারা সরিয়া দাঁড়াইবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশের সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতার স্বাদ পাইয়াছে তাহারা কিন্তু আর পশ্চাদপদ হয় নাই। তারপর ক্ষমতার সনদ পাইয়া আবার ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাড়াইবার নযীরও কিন্তু ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

তুরস্কের এই রক্তপাতহীন বিপ্লব আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়। গত কিছু দিন হইতে তুরস্কে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা মেন্দারেস সরকারের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক মোটেই নয়। ফলতঃ তুর্কী রাজনীতিতে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

কামাল আতাতুর্কের সহকর্মী জনাব ইসমত ইনমু এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং তিনি তুরস্কের বিরোধী দলের নেতাও ছিলেন। সরকারী দল বিরোধী দলের নেতার সহিত অন্যায়াচরণ করিয়াছিল বলিয়াই সেখানকার অবস্থার এতদ্রুত পতন ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বলা বাহুল্য, যে ছাত্র সমাজ ছিল ইসমত ইনমুর সমর্থক এবং তাহাদেরই মধ্যস্থতার দাবানলের মত সারা তুরস্কে গণ-বিক্ষোভ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠে। মেন্দারেস সরকার আর একটি ভুল করিলেন ছাত্রদের উপর দমন নীতি প্রয়োগ করিয়া। ছাত্র সমাজ অবাধ সাধারণ নির্বাচনের দাবী উত্থাপন করিল; মেন্দারেস সরকার তাহাদের দাবী মানিয়া কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। ছাত্র বিক্ষোভের দাবানল যে সামরিক বাহিনী পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সরকারী দল হয়তো তাহা টের পায় নাই। পাইলেও হয়ত সামরিক বাহিনীর প্রধান দের উপর নির্ভর করিয়া মিঃ মেন্দারেস নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে মনে হয় দেশ শাসনের জন্য তারা ক্ষমতা দখল করেন নাই বরং দেশের শৃংখলা ফিরাইয়া আনার জন্য। যাহাই হউক না কেন, তুরস্ক এখন সামরিক বাহিনীর শাসনাধীনে ইহা একটি বাস্তব সত্য। তবে এই রক্তপাতহীন বিপ্লবের ফলে তুর্কী জনসাধারণের কল্যাণ হয় তবেই সামরিক বাহিনীর ঘোষণার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। সামরিক বাহিনীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করিয়া যদি তাহারা সরিয়া দাড়ান তবে তুরস্কের মঙ্গল হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সামরিক বাহিনীর পরবর্ত্তী কর্মতৎপরতা দেখিবার জন্য বিশ্ববাসী এখনও তুরস্কের দিকে তাকাইয়া আছে।

প্রচারণার মূলপ্রশ্ন :—

সোভিয়েট রাশিয়া একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। এবং সেই বিমানখানী পাকিস্তানের পেশোয়ার হইতে রাশিয়ার দিকে যাত্রা করিয়াছে, এই মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়া রুশ কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে চোখ রাঙ্গাইয়া ধমকিও দিয়াছে। পাক প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান সোভিয়েট হুমকীর যথোচিত পাল্টা জওয়াবও দিয়াছেন।

মার্কিন গোয়েন্দা বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার দিন হইতেই রাশিয়া ইহাকে তাহার প্রচারের মহাঅস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার সামান্য কিছু আগেই এই ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেনাই যে, এই সামান্য বিষয়টিকে উপলক্ষ করিয়া শীর্ষ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাইবে। মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের সহিত শীর্ষ সম্মেলনের কোন সম্পর্ক ছিল তাহা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকই স্বীকার করিবেন বলিয়া আশা করা যায়না।

অথচ মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই লইয়া দুনিয়ার আকাশ বাতাশ উলট পালট করিয়া তুলিয়াছেন। গোয়েন্দাগিরি অন্যায় হইলেও তাহা বর্ত্তমান বিশ্বে নূতন কিছুই নয়। অনেক দেশেই গোয়েন্দাগিরি করিতে যাইয়া গোয়েন্দারা ধরা পড়ে। রাশিয়া কি তাহাদের গোয়েন্দা মার্কিনে প্রেরণ করেনাই? সেখানে তাহাদের গোয়েন্দা ধরা পড়িয়াছে কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে সসম্মানে রাশিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে।

একদেশ কিভাবে গোপনে সামরিক আয়োজন করিতেছে তাহা ওয়াকেফহাল হইয়া প্রতিরক্ষামূলক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবস্থার জন্য অনুরোধও তাহা জানিতে চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরি অবশ্য দোষণীয় কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কি আছে তাহা বুঝা গেলনা। কোন রাষ্ট্রই যে এদোষ হইতে মুক্ত নয়।

সোভিয়েট এলাকায় মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের প্রবেশের ঘটনাকে রুশ কর্তৃপক্ষ মার্কিন বিরোধী প্রচারণার মূলধন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। অন্তথায় এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া বহু প্রতীক্ষিত শীর্ষ সম্মেলনকে বানচাল করিয়া দেওয়ার কি অর্থ হইতে পারে?

সোভিয়েট প্রতিনিধি এই ব্যাপারটিকে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিয়া আমেরিকাকে অত্যন্ত কাবু করিয়া ফেলিবেন ভরসায় আনন্দের আতিশয্যে নিরাপত্তা পরিষদে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন—কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রাম" নিরাপত্তা পরিষদ ইহাকে নেহায়াত বাজে অভিযোগ মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছে। ইহাতেও রুশ প্রতিনিধি থামেন নাই বরং তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব আবার উত্থাপন করিতে পাঁয়তারা করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। মনের কথা আজ কেহই খুলিয়া বলিতেছেন না। মনে যাহাই থাকুক না কেন, বাহ্যতঃ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকেই মাথা আছড়াইয়া মরিতেছেন। মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্যারিস হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছেন এবং শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য মার্কিনকে দায়ী করিতেছেন। মিঃ ক্রুশ্চেভ মিঃ আইসেনহাওয়ারকে দোষারোপ করিয়া যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন না কেন, তাঁহার একার পক্ষে গায়ের জোরে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হইবেনা।

মিঃ ক্রুশ্চেভ কেমন করিয়া প্যারিসের শীর্ষ সম্মেলনকে বানচাল করিয়া দিলেন তাহার স্মৃতি এখনও বিশ্ববাসীর মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

মার্কিন-প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত আমেরিকার বিমান রাশিয়ার তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। আর মিঃ ক্রুশ্চেভও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিমান যোগে আমেরিকার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে তিনি বহু পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করি তাই যদি হয়, তবে গোয়েন্দা বিমানের ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এই শীর্ষ সম্মেলনটিকে ভাঙ্গিয়া দিলেন কেন? ইহাতে রাশিয়ার শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগ্রহ যে কপট মনোবৃত্তির পরিচায়ক তাহাই প্রমাণিত হইতেছে নাকি?

প্রকৃতির ধ্বংসলীলা

এযুগ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ। বিজ্ঞান-বলে মানুষ অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। এ্যাটম বোম, আণবিক বোম, হাইড্রোজেন বোম, দ্রুতগামী রকেট প্রভৃতি অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানীরা আজ চরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। বিজ্ঞানীরা এখন শূন্য মার্গে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মশগুল।

বিজ্ঞানের এই সফলতায় বিজ্ঞানীরা ভাবিতে শিখিয়াছে বিজ্ঞানই সবকিছু, ইহার উপরে কিছুই নাই। সবই সৃষ্টি—স্রষ্টা বলে কেহ নাই।

কোথায় বৃষ্টি হইবে, কি ধরণের বৃষ্টি হইবে, আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইয়াছে বটে কিন্তু বৃষ্টি না হইলে বৃষ্টি হওয়ার কোন উপায় তাহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

ভূমিকম্প কেন হয় এবং কোথায় কোন সময় ভূকম্পন আরম্ভ হইবে এপ্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার যোগ্যতা এখনও আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করিতে পারেনাই।

মরক্কোর আগাদীর শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গেল। ইরানে ভূমিকম্প হইল, জাপানেও ভূমিকম্প লাগিয়াই আছে। কিন্তু এসবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে চিলির ভূমিকম্প। কয়েক দফা ভূমিকম্প, সমুদ্রের জোয়ার ও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে চিলির মানচিত্রের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কতকগুলি নূতন পর্বত, নদী এবং হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পুরাতন গুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চিলির কোন কোন অংশ চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূমিকম্প কেন হয়—মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ধরনের ভূমিকম্প—জ্ঞানগর্বী মানুষের অসহায়তারই পরিচায়ক। সর্বোপরি সকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রহিয়াছেন—চিলির প্রলয়ংকর ভূমিকম্প তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আরও প্রমাণ করিতেছে যে, স্রষ্টার অন্তরলোকের গোপন রহস্য মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূত এবং সে রহস্য আবিষ্কার করার জন্য যত চেষ্টাই কর হউক, তাহা রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org